উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
www.mole.gov.bd
ইমেইল ঃ info@mole.gov.bd

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশ এবং ২০৪১-এর মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করছে। এসব বিষয় সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার বিষয়ে আমাদের সরকারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। জেনে আমি আনন্দিত।

শ্রম আইনসহ অন্যান্য আইন বাস্তবায়ন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা যুগোপযোগীকরণ, জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ শিল্পমান বজায় রাখতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে অনেক আইন একীভূত করে ‘বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬’ প্রণয়ন করা হয়। বাস্তবমুখী ও শ্রমিক বান্ধব করার জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন যথাক্রমে ২০১৩ সালে ৮৭টি ধারা-উপধারা এবং ২০১৮ সালে ৮৫টি ধারা-উপধারায় পরিবর্তন,পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। শ্রম আইনের আলোকে ‘বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫’ প্রণীত হয়েছে। সংশোধিত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে শ্রমবিধি পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি নিরলসভাবে কাজ করছে।

শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির স্বার্থে শ্রমিক-মালিক-সরকারের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকা একান্ত অপরিহার্য। গার্মেন্টস সেক্টরে সার্বিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক রাখার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন ও নিবিড় মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। একর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগের আওতায় মোট ৩৭৮০টি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবনের নিরাপত্তামান প্রাথমিকভাবে যাচাই শেষে রেমিডিয়েশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে একর্ড ও অ্যালায়েন্স তাদের কারখানার ৯০ শতাংশ রেমিডিয়েশন সম্পন্ন করেছে। অ্যালায়েন্স গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে বাংলাদেশ প্রস্থান করেছে। তবে একর্ড তাদের রেমিডিয়েশন কাজ করছে। জাতীয় উদ্যোগের আওতাভুক্ত কারখানাগুলোর রেমিডিয়েশন কাজের ৩৮ শতাংশ শেষ হয়েছে। মাত্র দেড় বছরে এ অগ্রগতি নিসন্দেহে প্রশংসনীয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫টি বেসরকারি শিল্প সেক্টর যথা: তৈরি পোশাক, গ্লাস এন্ড সিলিকেট, বেকারি বিস্কুট এন্ড কনফেকশনারি, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ এবং এলুমিনিয়াম এন্ড এনামেল সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণপূর্বক গেজেট প্রকাশ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে ৩৮৩৩ জন শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে ১৫.১৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ১৩৬১ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে ২০ কোটি ৮৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং বন্ধ গার্মেন্টস শ্রমিকের বকেয়া মজুরি পরিশোধ বাবদ ৬২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরসমূহ ও ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরনের শিশুশ্রম নিরসনে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে ২৮৪ কোটি টাকার এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং কর্মক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে এ প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সর্বোপরি দেশের জনসাধারণ এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে অবহিত হতে পারবেন ।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের প্রচলিত আইন ও শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদন্ড সমুন্নত রেখে শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের সুসম্পর্ক নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সংশ্লিষ্ট দেশ ও সংস্থাসমূহকে আস্থায় রেখে উৎপাদনের অগ্রযাত্রা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন রপ্তানি প্রবাহ অব্যাহত রাখতে তৈরি পোশাক খাতে সুষম পরিবেশ বজায় রাখা, কর্মক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, সমকাজে সমমজুরি নির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন, শ্রমিকগণ ও তাদের পরিবারের কল্যাণে অর্থ ব্যয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব প্রদান করে আসছে।

বিগত সময়ের ন্যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। এ প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের এক বছরের সার্বিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনসহ বিবিধ বিষয়ের স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণ এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন মন্ত্রণালয়ের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, অপরদিকে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলে মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তরসমূহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। ২০১৮ সালে শ্রম আইনে ৮৫ টি সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা হয়েছে। শ্রম ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন সহজিকরণ, শ্রম ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য শ্রম আচরণ নিষ্পন্নকরণে ২টি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরস (এসওপি) আইনে সংযোজন করা হয়েছে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ বিনির্মাণে শ্রম আইন ভূমিকা রাখবে। শ্রম বিধিমালা সংশোধনের কাজ চলছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ও এতদসংক্রান্ত বিধিমালা, শিশুশ্রম নিরসন নীতি, জাতীয় শ্রমনীতি, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা এবং গৃহকর্মীদের জন্য সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তৈরি পোশাক সেক্টরসহ আরো ৪টি (গ্লাস এন্ড সিলিকেট, বেকারি বিস্কুট এন্ড কনফেকশনারি, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ এবং এলুমিনিয়াম এন্ড এনামেল) সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণপূর্বক গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন মজুরি স্কেল ঘোষণা করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। একর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগের আওতায় ৩৭৮০টি তৈরি পোশাক কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবনের প্রাথমিক নিরাপত্তামান যাচাই করা হয়েছে। একর্ড, অ্যালায়েন্সভুক্ত কারখানাসমূহে যথাক্রমে ৯০ শতাংশ কাজের রেমিডিয়েশন শেষ হয়েছে। অপরদিকে, মাত্র দেড় বছরে জাতীয় উদ্যোগের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৮ শতাংশ রেমিডিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ২০১৩ পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাক সেক্টরে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনার অবতারণা হয়নি। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরনের শিশুশ্রম নিরসনে এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগে কাজ করছে। শ্রম বান্ধব বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রতিশ্রুত কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনাজনিত আঘাতপ্রাপ্ত শ্রমিকদের জন্য ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থা চালুকরণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টা আগামী দিনগুলোতেও অধিক গতিশীলতার সঙ্গে অব্যাহত থাকবে মর্মে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

(কে এম আলী আজম)

সাকিউন নাহার বেগম এন ডি সি
অতিরিক্ত সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাণী

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসহ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাতে বিগত এক বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এবং অর্জনসমূহ উল্লেখ থাকে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের সংকলিত বার্ষিক প্রতিবেদনে এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম ও উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এই সংকলনের তথ্য উপাত্তের শুদ্ধতা, যথার্থতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শ্রম আইন, ২০০৬ পুন:সংশোধন করে শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয়টি অধিক নিশ্চিত করা হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্প সেক্টর, গ্লাস এন্ড সিলিকেট, বেকারী, বিস্কুট এন্ড কনফেকশনারী, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ এবং এ্যালুমিনিয়াম এন্ড এনামেল ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্প খাতে ন্যূনতম মজুরী ৫,৩০০/-(পাঁচ হাজার তিনশত) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায়বিচার জোরদার করার জন্য পূর্বের ০৭(সাত) টি শ্রম আদালতের ধারাবহিকতায় আরও ০৩ (তিন) টি শ্রম আদালত এই অর্থবছরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে "National Job Strategy" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মসংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে চলমান প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে। রাজশাহীতে " জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রায়োগিক ও প্রয়োজনীয়তার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

এ প্রতিবেদন প্রকাশনায় যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(সাকিউন নাহার বেগম) এন ডি সি

এ কে এম রফিকুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

২০৪১ সাল নাগাদ উন্নতদেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সামনেরেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। শিল্প ক্ষেত্রে ডিসেন্ট কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সুস্থু কর্মপরিবেশ নিশ্চিকরণ, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন, নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম।

উৎপাদনের সংগে সম্পৃক্ত মালিক, শ্রমিক, সুসম্পর্ক বজায় রেখে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরী নিশ্চিতকরণে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বের উন্নয়ন অগ্রসারতার সাথে তাল মিলাতে শ্রমঘন অর্থনীতি পুঁজিঘন অর্থনীতির দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হচ্ছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শ্রমিকদের দক্ষতাবৃদ্ধির সাথে সাথে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান নীতিমালা প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ক্রমবর্ধমান জিডিপি গ্রোথের অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সম্পদ আহরণ। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। দেশের অদক্ষ শ্রম শক্তিকে সক্ষম শ্রম শক্তিতে রুপান্তরের জন্য নীতিমালা প্রণয়নসহ পলিসি স্ট্রাটেজি ও যুগোপযোগি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

সাসটেইনেবল উন্নয়ন লক্ষমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। ২০২৫ সালে শিশুশ্রম বন্ধের পরিকল্পনা হিসাবে ইতোমধ্যে তিন পর্যায়ে ৯০,০০০ (নব্বই হাজার) শিশু শ্রমিককে ননফরমাল এডুকেশন ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জনকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু মুক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এছাড়াও অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধিদের কাজের ক্ষেত্র নির্ধারণের জন্য একটি নমুনা জরিপ পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপে প্রতিবন্ধিদের কাজের ক্ষেত্র ও কার্যে নিয়োগের সুপারিশমালা এ মন্ত্রণালয়ের হাতে রয়েছে। এ জরিপের ফলাফল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে।

অবাধ তথ্য প্রবাহ টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন উন্নত বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

(এ কে এম রফিকুল ইসলাম)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯

সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	সাকিউন নাহার বেগম এনডিসি অতিরিক্ত সচিব
আহবায়ক	ঃ	এ কে এম রফিকুল ইসলাম যুগ্ম সচিব
সমন্বয়	ঃ	জনাব মো: আজিমুদ্দিন বিশ্বাস যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
সার্বিক সহযোগিতায়	ঃ	১. বেগম শাহীন আখতার উপসচিব (প্রশাসন) ২. জনাব মো: রুহুল আমিন উপসচিব (রপ্তানিমূখী শিল্প) ৩. বেগম মাহবুবা বিলকিস উপসচিব (আইন ও আদালত) ৪. দিল আফরোজা বেগম উপসচিব (সংস্থাপন ১ ও ২) ৫. জনাব সুকান্ত বসাক সিস্টেম এনালিস্ট ৬. মনোয়ারা বেগম সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) ৭. এ.এস.এম. মেহরাব হোসেন সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
কম্পোজ	ঃ	১. জনাব মো: গাজীউর রহমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২. জনাব মো: জাহিদ হাসান অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
প্রকাশকাল	ঃ	১৫-১০-২০১৯ খ্রি:
প্রকাশনায়	ঃ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	২
২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রুপকল্প, অভিলক্ষ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্য	৩
৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী, সাংগঠনিক কাঠামো ও অনুবিভাগ	৩-৫
৪	মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৫-১২
৫	ডিজিটাল কার্যক্রম	১২- ১৫
৬	ইনোভেশন কার্যক্রম	১৫-১৬
৭	তথ্য অধিকার ও বাজেট	১৬-১৭
৮	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	১৭-২২
৯	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বিবিধ তথ্য	২২-২৪
১০	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রতিবেদন	২৫-২৯
১১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	৩০-৩৭
১২	শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা	৩৮-৪৩
১৩	আইএলও কনভেনশন	৪৪
১৪	মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহ: (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	৪৫-৬১
	(খ) শ্রম অধিদপ্তর	৬২-৬৯
	(গ) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালত	৭০-৭১
	(ঘ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড	৭২-৭৩
	(ঙ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন	৭৪-৭৮
	(চ) কেন্দ্রীয় তহবিল	৭৯-৮১
১৫	ফটো গ্যালারি	৮২-১০৮

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

শ্রম উৎপাদনের একটি আদি ও মৌলিক উপাদান। দক্ষ শ্রমশক্তি যে কোন দেশের একটি মূল্যবান সম্পদ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দক্ষতা বাড়িয়ে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ ধারায় বলা হয়েছে ‘ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা ।’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ এ বর্ণিত শ্রম ও শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করছে লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আই এল ও এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আইএলও সনদ, আন্তর্জাতিক শ্রম মানসমূহ এবং ঘোষণাসমূহের প্রতি সম্মান দেখাতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ অঙ্গীকার এবং শ্রম সম্পর্কিত দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় দেশের শ্রম খাতে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, শিল্প ও কারখানাসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ, শ্রম সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম খাতে সুবিচার নিশ্চিতকরণ, ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম । তাছাড়া টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন- শিশুশ্রম নিরসন, শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, কর্মক্ষেত্রে সমমজুরী নির্ধারণ ইত্যাদি অর্জনে এ মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব প্রদান করছে। ক্রমবর্ধমান জনশক্তির কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে “National Job Strategy” এর খসড়া প্রণয়ণ করা হয়েছে। এর সাথে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন এবং কর্মসংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ হলে দেশের ক্রমবিকাশমান শ্রমশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে উৎপাদনের মাধ্যমে অগ্রসরমান অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা সম্ভব হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ এ প্রতিবেদনে সংকলিত করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মপরিধি, সংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক আইনসহ বিবিধ বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণ এ প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন শ্রম-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সঙ্গে বর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তথ্য উপাত্ত সরবরাহ এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করবে।

রূপকল্প (Vission)

শোভন (Decent) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান

অভিলক্ষ্য (Mission)

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

ক. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ;
খ. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা; এবং
গ. দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

ক. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন;
খ. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
গ. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
ঘ. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন; এবং
ঙ. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও বাস্তবায়ন।

কার্যাবলি (Functions)

১. শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. শ্রম প্রশাসন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৩. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন কার্যক্রম;
৪. শ্রম আইন ও বিধি প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশুশ্রম নিরসন;
৫. শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা ও চুক্তি সম্পাদন;
৬. দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়;
৭. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ;
৮. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন;
৯. ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে মজুরি বোর্ড গঠন ও নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন;
১০. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; এবং
১১. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ।

সাংগঠনিক কাঠামো

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একজন সচিবের অধীনে ০৩ (তিন) জন অতিরিক্ত সচিব ও ০৫ (পাঁচ) জন যুগ্মসচিবের তত্ত্বাবধানে চারটি অনুবিভাগ পরিচালিত হচ্ছে।

(১) প্রশাসন অনুবিভাগ;
(২) শ্রম অনুবিভাগ;
(৩) রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ; এবং
(৪) উন্নয়ন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন, সেবা শাখা-১, সেবা শাখা-২, সমন্বয়, প্রশিক্ষণ, বাজেট, সংস্থাপন, আইন ও আদালত, আইসিটি সেল, লাইব্রেরি ও হিসাব শাখা/অধিশাখা নিয়ে প্রশাসন অনুবিভাগ গঠিত। এর আওতায় রয়েছে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে গৃহীত কার্যক্রমের আর্থিক ও প্রশাসনিক দিকসমূহ। প্রশাসন অনুবিভাগে কর্মরত রয়েছেন মোট ০১ (এক) জন অতিরিক্ত সচিব, ০৩ (তিন) জন যুগ্মসচিব, ০৩ (তিন) জন উপসচিব, ০১ (এক) জন সিস্টেম এনালিষ্ট, ০১ (এক) জন প্রোগ্রামার, ০১(এক) জন সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ০২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ০১ (এক) জন সহকারী সচিব, ০১ (এক) জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং ০১ (এক) জন লাইব্রেরিয়ান।

শ্রম অনুবিভাগ

শ্রম বিষয়ক অনুবিভাগ শ্রম, আইন ও মজুরী বোর্ড এবং নারী ও শিশুশ্রম এ তিনটি অধিশাখা নিয়ে গঠিত। এ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সকল অধীন সংস্থার প্রশাসন ও উন্নয়নসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন- শ্রম আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম কল্যাণ, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম সংক্রান্ত পরিসংখ্যান/তথ্যাবলী সংরক্ষণ ও প্রকাশনা এবং এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সাথে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষাসহ এ সংক্রান্ত কার্যাবলি বাস্তবায়ন। শ্রম অনুবিভাগে কর্মরত রয়েছেন মোট ০১ (এক) জন অতিরিক্ত সচিব, ০১(এক) জন যুগ্মসচিব, ০১ (এক) জন উপসচিব ও ০১ (এক) জন সহকারী সচিব।

রপ্তানিমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ

রপ্তানিমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এ দু'টি অধিশাখা নিয়ে গঠিত। রপ্তানিমুখী শিল্প সংক্রান্ত জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারী শ্রমিকদের শ্রম, সামাজিক নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম, শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। আইএলও-এর আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক শ্রম সম্মেলন সংক্রান্ত কার্যক্রম। আইএলও গভর্নিং বডির বিভিন্ন সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি, আইএলও কনভেনশন-এর অনুসমর্থন প্রক্রিয়াকরণ, কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মিশন সংক্রান্ত কার্যক্রম এ অনুবিভাগ হতে পরিচালিত হচ্ছে। এ অনুবিভাগে কর্মরত রয়েছেন ০১ (এক) জন অতিরিক্ত সচিব, ০১(এক) জন উপসচিব, ০১(এক) জন উপ-প্রধান, ০১ (এক) জন সহকারী প্রধান এবং ০১ (এক) জন সহকারী সচিব।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

বাজেট, পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান অধিশাখা নিয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ গঠিত। মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন, মন্ত্রণালয়ের পঞ্চম বার্ষিকী, মধ্য মেয়াদী ও বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সহায়তা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়টিও এ অনুবিভাগ-এর আওতাভুক্ত। এ অনুবিভাগে রয়েছে ০১ (এক) জন অতিরিক্ত সচিব, ০১ (এক) জন উপসচিব, ০১(এক) জন উপ-প্রধান, ০২ (দুই) জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান।

মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (২০১৮-২০১৯)

বাংলাদেশ শ্রম আইন: শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মালিক-শ্রমিক সু-সম্পর্ক বজায় রেখে তাদের সাথে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় ২৫টি আইনকে রোহিত করে শ্রম মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬। আইনটি যুগপোযোগী এবং আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০১৮সংশোধিত)প্রণয়ন করা হয়েছে যা বিগত ১৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, অসৎ শ্রম আচরণ ও এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন ও তা বাংলাদেশ শ্রম আইনে সংযোজন।

১৫ আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস ২০১৮'পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকীতে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার পক্ষ থেকে ৩২নং ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে গত ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (কক্ষ নং-৪২২, ভবন নং-০৭) আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহ্ফিলের আয়োজন করা হয়।

জাতীর পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এমপি

জাতীর পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের
সচিব জনাব কে এম আলী আজম এবং মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন

দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য নীতিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস’ পালন করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল এই দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, স্মরণিকা প্রকাশ, শিল্পঘন এলাকায় ট্রাক শো, সারাদেশে বিভিন্ন ধরনের পোস্টারিংসহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপ ও স্থানসমূহ সজ্জিতকরণ এবং একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সহযোগিতা করে থাকে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপিসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর ও সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। (২৮ এপ্রিল ২০১৯)

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বীকৃতি প্রদান

দেশব্যাপী কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য ‘পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার’ প্রবর্তন করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে ১০টি পোশাক কারখানাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে পোশাক কারখানাসহ ও অন্যান্য সেক্টরের মোট ২৪টি কারখানাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য প্রতি বছর এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯ উদযাপন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সঙ্গে ‘পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার’ প্রাপ্ত ২৪টি কারখানার প্রতিনিধিবৃন্দ। (২৮ এপ্রিল ২০১৯)

মহান মে দিবস ২০১৯ পালন:

প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস। ১৮৮৬ সালের এ দিনে মেহনতি মানুষের ন্যায় সংগত অধিকার আদায়ে আত্মহুতি দানকারী শ্রমিকদের স্মরণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস ২০১৯ উদযাপন করেছে। প্রতি বছরের মতো এবছরও এ দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে সরকার-মালিক-শ্রমিকের মাঝে গড়ে উঠেছে এক অনবদ্য সেতুবন্ধন। সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রম পরিবেশ এবং বিশ্বমানের শ্রমশক্তি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উন্নত দেশের কাতারে।

মহান মে দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের চিত্র

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ বাস্তবায়ন

দেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার গৃহকর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে আইনি কাঠামো তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এ প্রেক্ষাপটে গৃহকর্মে নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠির সুরক্ষা ও কল্যাণার্থে পুর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং গত ৪ জানুয়ারি,২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এ নীতি গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের শর্ত ও নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, মজুরি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, নিয়োগকারী ও গৃহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক সমুন্নত রাখা এবং কোন অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসনে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। দেশের জনসাধারনের মধ্যে কাঙ্খিত জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কুষ্টিয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল ও চট্টগ্রাম জেলায় গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ বিষয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি বিষয়ে লিফলেট মুদ্রণ করে জনসাধারনের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ নীতি সংবিধানে বিধৃত সমঅধিকার এবং সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মূলনীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত কার্যক্রম

এসডিজি (Sustainable Development Goals)-এর একটি লক্ষমাত্রা হচ্ছে শিশুশ্রম নিরসন। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিকভাবে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এসব কাজে কোন শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যে সকল শিল্পে এখনো শিশুদেরকে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হচ্ছে সে সকল শিল্প

মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে এ সংক্রান্ত বিষয়ে ২০৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন'-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে (২০০১-২০০৪ সাল) ১০,০০০ জন, ২য় পর্যায়ে (২০০৫-২০০৯ সাল) ৩০,০০০ জন, ৩য় পর্যায়ে (২০১০-২০১৭ সাল) ৫০,০০০ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

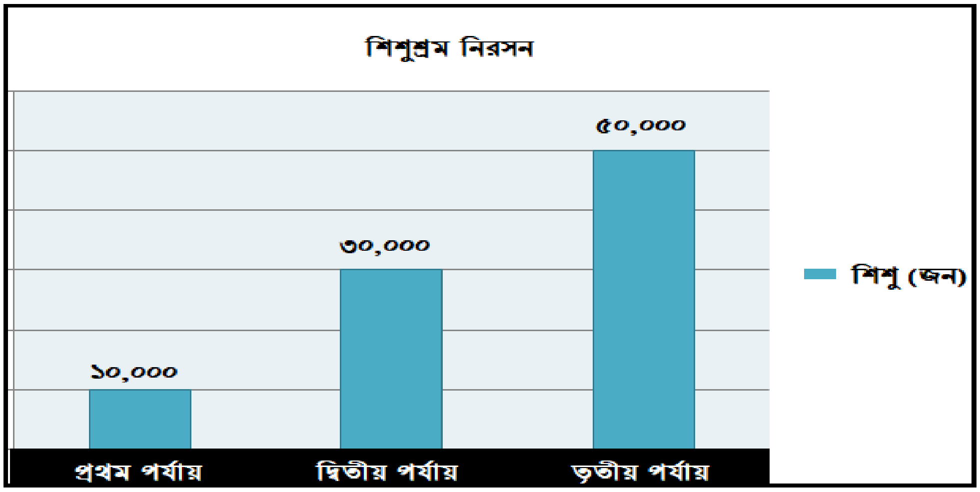

এ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে ২০১৮-২০২১ সালের মধ্যে ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম থেকে প্রত্যাহার ও তাদের পুনর্বাসন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৬ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ৪ মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত সকল শিশুকে কর্মক্ষম করে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতিটি শিশুকে মাসিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে এবং প্রশিক্ষণ শেষে ১০,০০০ শিশুকে আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য উপকরণ ক্রয়ের নিমিত্ত এককালীন ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

কাঙ্খিত জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিশুশ্রমের উপর টিভি বিজ্ঞাপন নির্মাণ করে তা দেশের জনপ্রিয় ডিবিসি নিউজ ২৪, এটিএন নিউজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, চ্যানেল আই, নিউজ ২৪, সময় টিভি ও আরটিভিতে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলাপর্যায়ে শিশুশ্রম পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ, শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে স্থানীয় সংসদ-সদস্যকে উপদেষ্টা ও জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে 'জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি' ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে 'উপজেলা পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ শিশুশ্রম মুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে ৪৩টি শিল্প সেক্টর রয়েছে। সবগুলো শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে। অধিকাংশ শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন কোনটির একাধিকবার নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাধারনত ৫(পাঁচ) বছর অন্তর শিল্প সেক্টরসমূহের নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি, বাজার মূল্য, জনগণের জীবন যাত্রার মান, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচকের ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কয়েকটি শিল্প সেক্টরের মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সব শিল্প সেক্টরের মজুরি পুন:নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বে ঘোষিত নিম্নতম মজুরিকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে পরবর্তী বছরের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, নিকটতম পূর্ববর্তী বছরের নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা সর্বশেষ বছরে (২০১৮-১৯ অর্থ বছর) নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধির শতকরা হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে ।

গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৫৩০০/- (পাঁচ হাজার তিনশত) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। এ নতুন মজুরি কাঠামো দেশের পোশাক শিল্প কারখানায় কার্যকর করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে যে কয়েকটি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোর মজুরি বৃদ্ধির শতকরা হার নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	শিল্প সেক্টরের নাম	সর্বশেষ নিম্নতম মজুরি ও পুন: নির্ধারণের বছর	নিকটতম পূর্ববর্তী নিম্নতম মজুরি ও পুন: নির্ধারণের বছর	মজুরি বৃদ্ধির শতকরা হার
১।	গার্মেন্টস শিল্প	৮০০০ (২০১৯)	৫৩০০(২০১৩)	৫০.৯৪%
২।	গ্লাস এন্ড সিলিকেট	৮৫০০(২০১৯)	৫০০০(২০১১)	৭০%
৩।	বেকারী বিস্কুট এ্যন্ড কনফেকশনারী	৬০৮০ (২০১৮)	২৫৮৪ (২০১১)	১৩৫.২৯%
৪।	অটোমোবইল ওয়ার্কশপ	৫৯৩০ (২০১৮)	১১০০ (২০০৯)	৪৩৯.০৯%
৫।	এলুমিনিয়াম এন্ড এনামেল ইন্ডাঃ	৮৭০০ (২০১৮)	৪৩৫০ (২০১২)	১০০%

Escalation Protocol-এর প্রথম চূড়ান্ত করা

রানা প্লাজা দূর্ঘটনার পর বাংলাদেশ সরকার National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the garment Sector of Bangladesh (NTPA) প্রণয়ন করে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা সম্পৃক্ত National Tripartite Committee (NTC) –এর ১৫তম সভা কমিটির সভাপতি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় Escalation Protocol অনুমোদিত হয়। কোনো কারখানা যদি যথাসময়ে তাদের রেমিডিয়েশন কাজ শেষ না করে অথবা অনাগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে Escalation Protocol ব্যবহার করা হবে। এতে করে কারখানাগুলোকে প্রদেয়

সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হতে পারে বা কারখানা বন্ধ হতে পারে। উল্লেখ্য, National Initiative এর আওতায় ১৫৪৯টি তৈরি পোশাক কারখানার প্রাথমিক এসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়। তবে বর্তমানে ৬৯৭টি তৈরি পোশাক কারখানা রেমিডিয়েশনের আওতায় আছে। ইতোমধ্যে ৩৮% রেমিডিয়েশনের কাজ শেষ হয়েছে।

একর্ডের বিষয়ে আদালতের রায়

একর্ড হলো ইউরোপীয় বায়ার ও শ্রমিকদের সংগঠন। প্রায় ২০০-এর বেশি বায়ার ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক ইউনিয়ন এ সংগঠনের সদস্য। এ সংগঠনের সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডের হেগে অবস্থিত।উক্ত সংগঠন পোশাক ব্র্যান্ড ও ট্রেড ইউনিয়ন গুলোর মধ্যে গত ১৫মে ২০১৩ তারিখে সম্পাদিত একটি স্বাধীন ও আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তির মাধ্যমে একর্ড সৃষ্টিহয়। একর্ড-এর সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে মেসার্স স্মার্ট জিনস লি. প্রতিকার চেয়ে ৩৮২৬/২০১৭ রীট মামলা দায়ের করে।মহামান্য আদালত উক্ত রীটের উপর গত ০৯ আগস্ট ২০১৮তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেয়। আদেশে মহামান্য আদালত একর্ডকে আরো ৬ মাস অর্থাৎ ৩০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করে। পরবর্তীতে একর্ড ৪৪০১/২০১৮সিপি মামলা দায়ের করে। মামলায় স্মার্টস জিনস লি. এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে রেসপন্ডেন্ট করা হয়।উক্ত মামলার বিষয়ে গত ২১ জানুয়ারি, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ৭ এপ্রিল এবং সর্বশেষ ১৯ মে ২০১৯ তারিখে অ্যাপিলেট ডিভিশনে শুনানি হয়। উক্ত শুনানি শেষে মহামান্য আদালত একর্ডকে ২৮১ কর্মদিবস সময় দেয়। উক্ত সময় পর্যন্ত একর্ড বাংলাদেশে কাজ করবে । এ আদেশ ৮ মে ২০১৯ তারিখ থেকে কাযর্কর হয়েছে।

সমীক্ষা কার্যক্রম

শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী অটিস্টিক/প্রতিবন্ধীদের কর্মক্ষেত্র ও কর্মের ধরন চিহ্নিতকরণের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অটিস্টিক/প্রতিবন্ধী শ্রমিক/কর্মচারীদের উপর জরিপ (Survey) পরিচালনা করা হয়। জরিপ পরিচালনা করে ৫৭৬ জন শ্রমিকের ডাটাবেজ তৈরির করা হয়েছে । শীঘ্রই এ ডাটাবেজ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নতুন ০৩টি শ্রম আদালত গঠন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র নির্দেশনা অনুযায়ী সিলেটটি শ্রম আদালত গঠন ও অধিক্ষেত্র ০৩রিশাল ও রংপুর বিভাগে নতুন ব , তারিখে প্রকাশিত হয় ২০১৯জুন ২৪নির্ধারণের গেজেট ।

“জাতীয় মনিটরিং কোর কমিটি” গঠন

বিভিন্ন সেক্টরকে সময় সময় শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করার ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ৬/১ সংখ্যক স্মারকে “জাতীয় মনিটরিং কোর কমিটি” গঠন করা হয়েছে।

National Job Strategy প্রণয়ন

আইএলও ও বিশ্বব্যাংক-এর সহায়তায় বাংলাদেশে National Job Strategy (NJS) প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ও এর কারিগরী দিক পরীক্ষা করার জন্য অনেকগুলো সংস্থার সমন্বয়ে Raferance Group গঠন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে উক্ত National Job Strategy নিয়ে আলোচনার জন্য দেশের বৃহত্তর চারটি প্রশাসনিক বিভাগে অংশীজনের অংশগ্রহণে পরামর্শসভা আয়োজন করার উদ্যোগ হিসাবে ইতোমধ্যে নরসিংদীতে ঢাকা বিভাগের পরামর্শসভা করা হয়েছে এবং রাজশাহীতে পরামর্শসভা আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগেও পরামর্শসভা আয়োজন করা হবে। এছাড়া সকল মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে এক বা একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শসভা আয়োজন করে অতিশীঘ্রই National Job Strategy চূড়ান্ত করা হবে।

কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন

২০১৯-২০ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে কর্মসংস্থান নীতির খসড়া প্রণয়নের কাজ সূচক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নীতির প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে অংশীজনের সাথে পরামর্শসভা করা হবে। একাধিক পরামর্শসভার মাধ্যমে কর্মসংস্থান নীতির খসড়া চুড়ান্ত করার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করে যথাশীঘ্র সম্ভব তা প্রকাশ করা হবে।

কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কার্যক্রম সূচারুভাবে সম্পাদনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নাই। অথচ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচালনা করা আবশ্যক। এ মন্ত্রণালয়ে/মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কর্মসংস্থান সহায়ক ইউনিট/প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয়ে সূচনাকারী ধারণাপত্রের কাঠামো (Outline) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কিভাবে এ কর্মকান্ড পরিচালনা করা প্রয়োজন, কিভাবে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব সে বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং সংযুক্ত দপ্তর/ সংস্হাসমূহের প্রধানগণের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা করা হয়েছে। সভায় আলোচনান্তে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর অধীনে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠনের বিষয়ে প্রস্তাব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সার্বিক কাজ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠনের বিষয়ে ক্রমান্বয়ে দেশের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থার সাথে আলোচনা করা ও তাঁদের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে।

ডিজিটাল কার্যক্রম

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে ডিজিটাল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

টাস্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং সিস্টেম

এ মন্ত্রনালয়ের কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ণের উদ্দেশ্যে এ সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া এ সিস্টেমটি ব্যবহারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাঁদের দৈনন্দিন কর্মসূচি ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সমূহ সহজে ব্যবস্থাপনা করতে পারছেন। ভবিষ্যতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম এই ডিজিটাল প্লাটফর্মের সাথে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

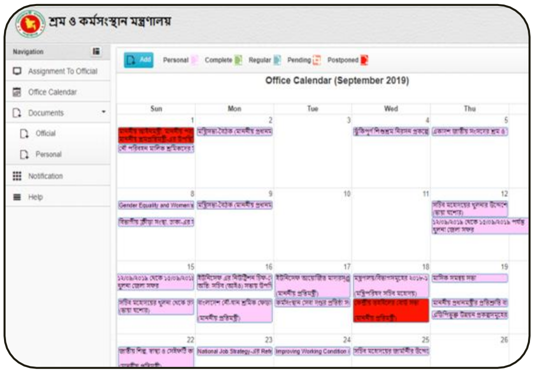

পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সফটওয়্যারটি তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত তথ্য সংযুক্ত করা হচ্ছে। এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের

ব্যক্তিগত তথ্য, যোগদান, বদলী, প্রশিক্ষণ, ছুটির হিসাব, মাসিক বেতনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য তাৎক্ষনিকভাবে জানা সম্ভব হবে।

রিকুইজিশন এন্ড ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

এ সিস্টেমটি ব্যবহারের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাদের প্রয়োজনীয় ষ্টেশনারী, অফিস সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য সকল রিকুইজিশন সমূহ অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করছেন। পূর্বে বিভিন্ন শাখা থেকে চাহিদাপত্র বারবার প্রিন্টিং এর ফলে অর্থের অপচয় হত এবং দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন ঘটত। এছাড়া এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় ক্রয়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি তাৎক্ষনিকভাবে জানা এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে।

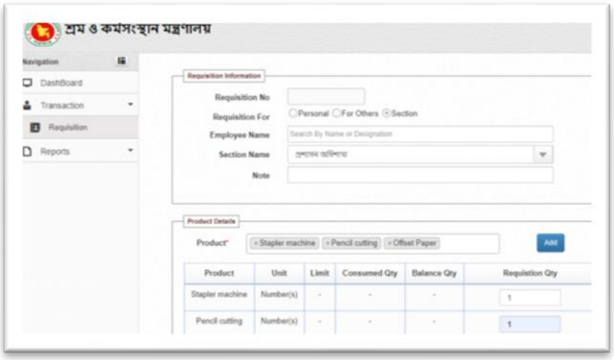

সিটিজেন চার্টার ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগ সিষ্টেম

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টারভূক্ত সেবা ব্যাত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ গ্রহণ করার জন্য অনলাইন ভিত্তিক এই সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে যে কেউ যে কোন স্থান থেকে সহজে এই মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট তাঁর যে কোন অভিযোগ সহজে প্রেরণ করতে পারেন। পরবর্তীতে মন্ত্রনালয় সিস্টেমের মাধ্যমে গৃহীত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে এই মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্পন্ন হচ্ছে।

রীট মামলা ডাটাবেজ ও মনিটরিং সিস্টেম

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার রীট মামলাসমূহ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং করার উদ্দেশ্যে এই সফটওয়্যারটি তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে এই মন্ত্রনালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল রীট মামলার তথ্য এই সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির ডাটাবেজ এবং মনিটরিং সিস্টেম

এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তির একটি ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে।

ই-নথি বাস্তবায়ন

সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দাপ্তরিক কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এর ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সময়, শ্রম ও অর্থের অনেক সাশ্রয় হচ্ছে। ই-নথি সিস্টেমে প্রকাশিত জুলাই'১৯-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ই-ফাইলিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মধ্যম ক্যাটাগরীর মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে চতুর্থ স্থানে এবং অধিদপ্তর ক্যাটাগরীর মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১ম স্থানে ও শ্রম অধিদপ্তর ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে।

ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়ন

এ মন্ত্রণালয়ের ক্রয় কার্যে ও অর্থ খরচে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ডিজিটাল হাজিরা বাস্তবায়ন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৈনিক আগমন ও প্রস্থানের হাজিরা প্রদানের নিমিত্ত ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।এর ফলে মন্ত্রণালয়ের সকলের কর্মঘণ্টার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে।

ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট বাংলা(বাংলা.শ্রকম) ও ইংরেজীতে(mole.gov.bd) নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়। তাছাড়া এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিতভাবে প্রচার করা হয়।

অনলাইন বেইজড আইসিটি সাপোর্ট সিস্টেম

এ সিস্টেমের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সংক্রান্ত সাপোর্ট অনুরোধ অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করে দ্রুততার সাথে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া এ সংক্রান্ত একটি ডাটাবেইজ তৈরী হচ্ছেযা সেবা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ,

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ-২০১৯

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ-২০১৯

ইনোভেশন কার্যক্রম

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন প্রতিটি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহে ইনোভেশন টিম গঠণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা নিয়মিত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন’ বিষয়ক ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৯

দুই দিনব্যাপী 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ক কর্মশালা-২০১৮

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সদস্যদের নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর বাস্তবায়ন

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন

প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা	অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা	মন্তব্য
৩৮টি	৩৮টি	-	-

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বাজেট

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন (হাজার টাকায়)

অর্থ- বছর		পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	আবর্তক	মূলধন	আর্থিক সম্পদ	দায়
২০১৮-২০১৯	সংশোধিত বাজেট	১০৭,৮৯,২৫	১৬৩,১৮,০০	২৭১,০৭,২৫	১৫০,৩৯,০৬	১২০,৩৩,২৯	৩৪,৯০	০

হিসাব শাখা হতে সম্পাদিত ডিজিটাল কার্যাবলী

- মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন বিল অনলাইনে দাখিল এবং ইএফটির প্রদান করা হচ্ছে।
- মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের মাসিক বেতন বিল অনলাইনে দাখিল এবং ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধের লক্ষ্যে iBAS++ এর ডিডিও মডিউল চালুর বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বিবরণী ও ভ্রমণ বিল কম্পিউটারে প্রস্তুত করা হচ্ছে।
- মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের অর্জিত ছুটির হিসাব প্রস্তুত করে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।
- মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রান্তি বিনোদন বিল অনলাইনে দাখিল এবং ইএফটির প্রদান করা হচ্ছে।
- মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা বিল প্রস্তুত করা হচ্ছে।
- মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জিপিএফ স্লিপ অনলাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- মন্ত্রণালয়ের আনুষঙ্গিক ও অন্যান্য বিল অনলাইনে প্রস্তুত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের কোয়ার্টার ভিত্তিক বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করে অনলাইনে প্রেরণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয়ের মাসিক, ষান্মাসিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করে অনলাইনে প্রেরণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয়ের অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের সমর্পন হিসাব প্রস্তুত করে অনলাইনে প্রেরণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি সমুহ নিস্পত্তির জন্য ব্রডসীট জবাব প্রস্তুত করে অনলাইনে প্রেরণ করা হয়।
- হিসাব শাখার অন্যান্য কার্যক্রম ই-ফাইলিংএর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

Better work programme – এর কার্যক্রম

আইএলও এর সহায়তায় তৈরি পোশাক শিল্পে Better Work Programme বাস্তবায়িত হচ্ছে । এর আওতায় ২০০টির বেশি কলকারখানা নিবন্ধন করা হয়েছে এবং সেখানে ৪,৫৭,২৬৯ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন। উক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ৫৪ শতাংশই নারী শ্রমিক। ২২টি আন্তর্জাতিক ব্রান্ড ও রিটেইলার সক্রিয়ভাবে Better Work Programme কার্যক্রমকে সহায়তা করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ২২৮৬টি এ্যাডভাইজারি ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে। ১১৮টি ইন্ডাস্ট্রি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ৩৬০টি এসেসমেন্ট হয়েছে এবং ১৮৫টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে মোট ৭৫৪৫ জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছে; যার মধ্যে ৩৫ শতাংশ ছিলেন মহিলা প্রশিক্ষার্থী। এছাড়া, সোশ্যাল ডায়ালগের ক্ষেত্রে বর্ণিত প্রোগ্রামভূক্ত কারখানাগুলো বেশ এগিয়ে। নির্বাচনের মাধ্যমে ১০৫টি কারখানাতে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিগুলোতে ১১২১ জন শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। ১,৯৬,১৮৫ জন শ্রমিক (৫৬ শতাংশ মহিলা) তাদের ভোটাধিকার প্রদান করেছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৪২ শতাংশ মহিলা শ্রমিক। ৭৮টি সেইফটি

কমিটি গঠন করা হয়েছে যাতে ৫৮৬জন প্রতিনিধি রয়েছেন; তন্মধ্যে ২০৭ জনই মহিলা প্রতিনিধি। এক কথায়, তৈরি পোশাক কারখানাসমূহে Better Work Programme-এর বাস্তবায়ন, সেখানকার কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ও শ্রমিক অধিকার রক্ষাসহ দেশের তৈরি পোশাক ব্যবসাকে প্রতিযোগী করতে ভূমিকা রাখছে।

Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh- Phase-II **শীর্ষক প্রকল্প**

ILO-এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে তৈরী পোশাক শিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrety in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh গৃহীত হয়েছে। উপরোক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ILO ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে সরকার, BUET, ACCORD ও ALLIANCE এর মাধ্যমে সর্বমোট ৩৭৮০ টি গার্মেন্টস কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ১৬৩ টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মেয়াদে ২৪.৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কারখানা সংস্কার কাযর্ক্রম অব্যাহত আছে ।

Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI)-**শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ**

উত্তরবঙ্গের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রায় ৩২৬ কোটি (তিনশত ছাব্বিশ কোটি) টাকা ব্যয়ে Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI)-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩টি এলাকায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ঈশ্বরদী) ডরমেটরি ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলে দেশের উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত ০৫টি জেলার (লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও গাইবান্ধা) ১০,৮০০ (দশ হাজার আটশত) জন যুব মহিলাকে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা লক্ষ্যে প্রকল্পটি ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল মেয়াদে বাস্তবায়িত হয় । প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৯০৯৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৯২৫ জন চাকুরীতে প্রবেশ করেছেন।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)-এর আওতায় গাজীপুরের টংগী ও নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় Occupational Diseases Hospital নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনক্রমে পিপিপি-এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ ও টংগীতে ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা:

- শ্রমিকদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত পেশাগত রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।
- নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় ও টংগীতে পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য যথাক্রমে ৩০০ ও ২৭৫ শয্যা বিশিষ্ট

হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য যথাক্রমে ১০০ ও ৭৫ শয্যা সংরক্ষণ করা হবে।

- Occupational Diseases Hospital with Labour Welfare Center শীর্ষক প্রকল্পের প্রতিটি ইউনিটে ন্যূনতম ১০ শয্যাবিশিষ্ট একটি বার্ণ ইউনিট-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- প্রকল্পের ICU এবং CCU-এর ব্যবস্থা রয়েছে।
- Out Patient Consultation Fee সর্বোচ্চ ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- In Patient Bed Rent প্রতিদিনের জন্য সর্বসাকুল্যে ৭৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে Bed Rent, Consultation এবং Diagnostics Fee অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- Operation Charge মূল্য তালিকায় উল্লেখিত দরের উপর ৬০% হ্রাসকৃত দরে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- Consumable Item -এর বিল প্রকৃত খরচ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

"Implementation of the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh"- **শীর্ষক প্রকল্প:**

জার্মান সরকারের সহায়তায় তৈরী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিরাপদ-কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, কর্মরত অবস্থায় ইনজুরি হ্রাস করার জন্য "Implementation of the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ILO-এর সহযোগিতায় জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ সাল পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh RMG Industry **শীর্ষক প্রকল্প:**

তৈরী পোষাক শিল্পে কর্মরত মালিক শ্রমিক ও সরকার পক্ষের মধ্যে social dialogue-এর মাধ্যমে অর্থাৎ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন, শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ এবং সালিশ ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করার জন্য এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়ছে। প্রকল্পটি সুইডেন ও ডেনমার্ক সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আইএলও -এর কারিগরী সহায়তায় এপ্রিল ২০১৬ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শ্রম ভবন নির্মাণ প্রকল্প

এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম পরিদপ্তর অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ায় এর জনবল কাঠামো এবং সেবার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, শ্রমিক-কর্মচারী এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিকদের কার্যকর ও দ্রুত সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ঢাকার বিজয় নগর এলাকায় ২০ শতাংশ জমির উপর একটি ২৫ তলা "শ্রম ভবন" নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৬৩ কোটি টাকা। ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

দেশের পার্বত্য অঞ্চলে শ্রমিকদের শ্রম অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, শ্রম কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, তাদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং জোরদারকরণে ঘাগড়ায় একটি বহুমুখী সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ" প্রকল্প

রাঙ্গামাটি জেলার ঘাগরায় ৬৫.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ সাল পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- দেশের ০৩ টি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক কল্যাণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুনিশ্চয়তাসহ বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- পার্বত্য জেলায় বসবাসরত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানে ল্যাবরেটরি সুবিধাসহ ১০ শয্যা বিশিষ্ট শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ;
- উপজাতীয় পোষাক/পণ্য উৎপাদনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীদের আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- উপজাতীয় শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের জন্য কর্মমুখী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম মানব সম্পদে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ;
- সংখ্যালঘু নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির উন্নয়নে পরিকল্পনা কমিশনের একনেক কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন।

"Gender Equality and Women's Empowerment at Work Place"-শীর্ষক প্রকল্প

কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের উন্নয়ন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন নিপীড়নসহ অন্যান্য হয়রানি হ্রাসকরণের জন্য জুলাই, হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত পরবর্তীতে ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। প্রকল্পের ব্যয় ৫২৮.৪৪ টাকা। প্রকল্পটির মাধ্যমে -

- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে নীতি ও আইনগত কাঠামো উন্নতর হবে;
- শ্রম পরিদর্শকদের এবং শিল্প পুলিশদের কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং যৌন অধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানে মনোনিবেশ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (আইআরআই, শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র) কর্তৃক পরিচালিত ইন-সার্ভিস ও প্রি-সার্ভিস প্রশিক্ষণে 'জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং ক্ষতিকর আচরণ' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে;
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলা করার ব্যাপারে সুশিল সমাজ সংস্থা (Civil Society Organization) এবং বে-সরকারি খাতের অংশীদারীত্ব শক্তিশালী হবে;
- উন্নয়ন ও মানবিক উভয় পর্যায়ে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং ক্ষতিকর আচরণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার তথ্য ও সেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

নারায়নগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসহ শ্রমজীবী হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পটির আওতায় কর্মজীবী মহিলা শ্রমিকদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা নির্মাণ করা, সুষ্ঠু ও সামাজিক মানসম্মত আবাসিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করা এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বসবাসরত মহিলা শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা

নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ৯৬০ শয্যা ও নারায়ণগঞ্জে বন্দরে ৭০০ শয্যা সর্বমোট ১৬৬০ শয্যা বিশিষ্ট ২টি ডরমিটরি নির্মাণের জন্য এপ্রিল ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্পূর্ণ সরকারি খরচে নির্মিত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ।

"Employment Injury Protection Scheme for the workers in the Textile and Leather Industries"-শীর্ষক প্রকল্প

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটলে চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ এবং দুর্ঘটনা বীমা চালু করার জন্য জার্মান সরকারের সহায়তায় GIZ-এর অর্থায়নে "Employment Injury Protection and Rehabilitation Project"-শীর্ষক প্রকল্পটি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে।

শ্রম অধিদপ্তরাধীন "০৬টি অফিস পুনঃ নির্মাণ ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পটি নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম; চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ; বগুড়া পৌর এলাকা; গাইবান্ধা পৌর এলাকা; মংলা, বাগেরহাট ও রূপসা, খুলনা এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৫৮৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৬টি অফিস পুন:নির্মাণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প এপ্রিল/২০১৭ হতে জুন/২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল নারী-পুরুষ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ সুবিধা পাবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরুপ:

- শ্রম অধিদপ্তরের ৬ টি জীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্থ ও পুরাতন ভবন পুন:নির্মাণ করে দাপ্তরিক কাজের উপযোগীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিয়মিত সেবা (সার্ভিস) সম্প্রসারণ;
- শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা, শ্রমিকদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিনোদন সেবা প্রদান;
- দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্প সম্পর্ক জ্ঞান ভিত্তিক উৎপাদনমুখী জনশক্তি তৈরির জন্য শিল্প সম্পর্ক ইন্সটিটিউট, চট্রগ্রাম এর মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আধুনিকায়ন;
- শ্রমিকদের অধিকার এবং নারীর ক্ষমতায়ন সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যম আইনী প্রচারণা পরিচালনা;
- শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজন মাফিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা;
- শ্রম বিবাদ এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের শ্রম সমস্যার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনা করা।

"জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পটি তেরখাদিয়া, রাজশাহীতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ১৩১৫.১০ লক্ষ , মূলধন ১৪৪৫১.২২ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য ৭৬২.০১ লক্ষ টাকা) দেশের শিল্প কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চতকরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য। মালিক, শ্রমিক ও সকলপক্ষকে OSH সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা, OSH বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্তা গ্রহণে শ্রমিকদের সচেতন করা এবং OSH বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা। প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে ০৯ টি ভবন নির্মাণ, সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, কোর্স কারিকুলাম তৈরী, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে ভবনগুলির নির্মাণ কাজ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি কোর্স কারিকুলাম তৈরী এবং যানবাহন সংগ্রহের কার্যক্রম অচিরেই শুরু করা হবে।

আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও আসবাব পত্র প্রকল্পের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে সংগ্রহ করা হবে।

"Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh RMG Industry" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন

প্রকল্পটি সুইডেন ও ডেনমার্ক সরকারের ৬৬ কোটি টাকা অর্থায়নে আইএলও-এর কারিগরি সহায়তায় এপ্রিল ২০১৬ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো, তৈরী পোষাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংলাপ-প্রক্রিয়ার প্রসার এবং সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ এবং সালিশ ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো (১) সামাজিক সংলাপ, কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির টেকসই উন্নয়ন; (২) সালিশ ও মধ্যস্থতার টেকসই ও কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা; (৩) লিঙ্গ-সমতার বিষয়ে সজাগ থাকাসহ সামাজিক সংলাপ এবং বিরোধ নিরোধ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্প দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বিবিধ তথ্য

প্রশাসনিক

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
মন্ত্রণালয়	১৫৭	১২৪	৩৩	-	
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	২০৪৬	১৩২৩	৭২৩	৯৮৪	
মোট	২২০৩	১৪৪৭	৭৫৬	৯৮৪	

শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
-	-	২২৯	১৯১	২০১	১৩৫	৭৫৬

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
০১	০৩	০৪	০৫	৪৪	৪৯	-

ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	৮৩	২৪	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ				

ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
-	-	৪১	৩৬	-

অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৮	১০.২৯২১৬৩২	১৪	৭	১.১৫৫৪১২১	২১	৯.১৩৬৭৫১১
২	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	২৪	২.৯৫৫৯৩৮৬	২২	---	---	২৪	২.৯৫৫৯৩৮৬
৩	শ্রম অধিদপ্তর	১২	০.৭৭০৫২২৬	০৮	---	---	১২	০.৭৭০৫২২৬
৪	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	১৪	০.০৫৫৬৩৩৬	০২	---	---	১৪	০.০৫৫৬৩৩৬
৫	নিম্নতম মজুরী বোর্ড	---	---	---	---	---	---	---
		৭৮	১৪.০৭৪২৫৮	৪৬	০৭	১.১৫৫৪১২১	৭১	১২.৯১৮৮৪৫৯
	সর্বমোট							

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
০৮	-	**০২**	**০২**	**০৪**	**০৪**

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১০৬	**৩৬**	-	**১৪২**	**৭৪**

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৫০টি	১০৮৭ জন

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা

মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৪৬ জন
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	৪৮৩ জন
শ্রম অধিদপ্তর	৬৩৩ জন
নিম্নতম মজুরী বোর্ড	১১ জন

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: ৮৩ জন

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
৩৫টি	৪০৩ জন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯						
						অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতিমান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%	অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর
[১]. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লাইন্স উন্নয়ন;	২৮	[১.১] বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	[১.১.১] কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৬.০০	২০০০	১৯০০	১৮০০	১৭০০	১৬০০	২১০৬	
		[১.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[১.২.১] পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৪.০০	৩৫০০০	৩৪০০০	৩৩০০০	৩২০০০	৩১০০০	৪৩৪০১	
			[১.২.২] কারখানা পরিদর্শনে প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	২.০০	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৫১	
		[১.৩] উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা	[১.৩.১] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান	সংখ্যা	৪.০০	৮০০	৭৫০	৭০০	৬৫০	৬০০	৮৩২	
		[১.৪] শ্রম আইন ভংগকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের	[১.৪.১] দায়েরকৃত মামলা	সংখ্যা	৪.০০	১১০০	১০৯০	১০৮০	১০৭০	১০৬০	১৪ ২৯	
		[১.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[১.৫.১] প্রদানকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	৪.০০	১১০০০	১০৫০০	১০০০০	৯৫০০	৯০০০	১৩২৩৭	
			[১.৫.২] নবায়নকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	৪.০০	১৫০০০	১৪৬০০	১৪৪০০	১৪২০০	১৪০০০	২৫২২৭	
[২] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন;	২১	[২.১] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	[২.১.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	%	৬.০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৩	৯০	১০০	
		[২.২] সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা	[২.২.১] সিবিএ নির্বাচন পরিচালিত	%	৫.০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৩	৯০	১০০	
		[২.৩] সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি	[২.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	%	৪.০০	১০০	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬	১০০	
		[২.৪] শ্রমিক-কর্মচারী, মালিক এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল	সংখ্যা	৪.০০	৯৭০০	৯৬৫০	৯৬৪০	৯৬৩০	৯৬০০	১১৫৭৫	
		[২.৫] অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন পরিচালনা	[২.৫.১] নির্বাচন পরিচালিত	সংখ্যা	২.০০	৩২০	৩০০	২৮০	২৬০	২৪০	৫০৬	

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯						
						অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%	অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর
[৩] শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ	১৪	[৩.১] বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ	[৩.১.১] ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	সংখ্যা	৩.০০	৩	২	১	০	০	৩	
		[৩.২] শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অনুদান প্রদান।	[৩.২.১] অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	সংখ্যা	৪.০০	২৫০০	২৪০০	২৩০০	২২০০	২১০০	৩১৪০	
		[৩.৩] ঝুকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন	[৩.৩.১] শিশুশ্রম নিরসনকৃত	সংখ্যা	৪.০০	১০০০০	৯৫০০	৯০০০	৮৫০০	৮০০০	১২৫৯২	
		[৩.৪] কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি	[৩.৪.১] পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৩.০০	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০	৭৫	
[৪] দক্ষ শ্রম শক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।	৯	[৪.১] দক্ষ জনশক্তি তৈরি, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন	[৪.১.১] প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	৫.০০	২০০০	১৯৫০	১৯০০	১৮৫০	১৮০০	২০৭৮	
			[৪.১.২] প্রশিক্ষণ ঘন্টা	সংখ্যা	২.০০	৬০০	৫৪০	৫৩০	৫২০	৫১০	৬৮৭	
			[৪.১.৩] প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	২.০০	৮০০	৭৪০	৭৩০	৭২০	৭১০	৯৬৭	
[৫] উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	০৩	[৫.১] পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	[৫.১.১] পিপিপি এর আওতায় পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মানের জন্য বেসরকারি অংশিদার নির্বাচন সম্পন্ন	সংখ্যা	১.০০	১					১	
			[৫.১.২] কোম্পানী আইন-১৯৮৪ অনুযায়ী একটি কোম্পানী গঠন করে দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর।	সংখ্যা	১.০০	১					১	
			[৫.১.৩] পিপিপি এর আওতায় পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মিত	%	১.০০	২৫	২৩	২২	২০	১৮	০	

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯						
						অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%	অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য												
[১] কার্যপদ্ধতি কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	১০	[১.১]মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.১.১] ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০	৭৬.৫	
			[১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত**	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৮৫	
			[১.২.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত***	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৮২	
		[১.২]মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা	[১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত	তারিখ	১	১৫-০১-, ২০১৯	১৭-২-২০১৯	৩১-৩-২০১৯	৩০-৪- ২০১৯	৩০.৫.১৯	৬-৮-১৮	
		[১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	[১.৩.১] ডাটাবেজ অনুযায়ী ন্যূনতম দুটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	১১-৩- ২০১৯	১৮-৩-২০১৯	২৫-৩-২০১৯	১-৪- ২০১৯	৮.৪.১৯	১০-১২-১৮	
		[১.৪] প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[১.৪.১] বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	০.৫	১০-১-২০১৯	১৭-১-২০১৯	২৪-১-২০১৯	২৮-১-২০১৯	৩১.১.১৯	১৮-১২-১৮	
			[১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	
		[১.৫] সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন	[১.৫.১] হালনাগাদকৃত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০	৯০	
			[১.৫.২] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১-১২- ২০১৮	১৫-১- ২০১৯	০৭-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	২৮-২-১৯	২৪-৯-১৮	
		[১.৬] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[১.৬.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	১০০	
			[১.৬.২] অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে অভিযোগকারীকে অবহিতকরণ	%	০.৫	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	১০০	
		[১.৭] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর	[১.৭.১] পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	

		পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা	[১.৭.২] ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯						
						অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%	অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য												
[২] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৮	[২.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[২.১.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৩	
			[২.১.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	২৫	
		[২.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[২.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	২৮-২-২০১৯	২৮-৩-২০১৯	১৫.৪.১৯	১৮-১০-২০১৮	
			[২.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩-২-২০১৯	১৭-২-২০১৯	২৮-২-২০১৯	২৮-৩-২০১৯	১৫.৪.১৯	৩০-০১-২০১৯	
		[২.৩] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[২.৩.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা	সংখ্যা	০.৫	১	-	-	-	-	১	
			[২.৩.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩	-	-	-	৪	
		[২.৪] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি বাস্তবায়ন	[২.৪.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৮৫.৫৪	
		[২.৫] বার্ষিক ক্রয় পরিকলপনা বাস্তবায়ন	[২.৫.১] ক্রয় পরিকলপনা বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৭২.৫৪	
		[২.৬] অব্যবৃত/অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনযায়ী নিষ্পত্তিকরণ	[২.৬.১] নিষপত্তিকৃত	%	০.৫	৮০	৭০	৬০	৫০		১০০	
		[২.৭] বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত করা	[২.৭.১] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	
		[২.৮] শূণ্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদন	[২.৮.১] নিয়োগ প্রদানকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০	০	
[৩] জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার	৪	[৩.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন ****	[৩.১.১] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-	১	
			[৩.১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৯৮	

বাস্তবায়ন জোরদারকরণ			কাঠামো অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত									
		[৩.২] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৩.২.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল তথ্য ও অনলাইন সেবাসহ তথ্য বাতায়নে সংযোজিত	%	১	১০০	৯০	৮০			১০০	
		[৩.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	[৩.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ	তারিখ	১	১৫-১০-১৮	২৯-১০-১৮	১৫-১১-১৮	২৯-১১-১৮	১৩.১২.১৮	৮.১০.১৮	

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯						
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য												
[৪] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	[৪.১] অধীনস দাপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড।	[৪.১.১] স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন	তারিখ	০.৫	২৪-৬-২০১৮	২৬-৬- ২০১৮	২৮-৬-২০১৮	-	-	১৯-৬-১৮	
		[৪.২] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল।	[৪.২.১] মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৯-৮-২০১৮	২৭-৮- ২০১৮	২৯-৮-২০১৮	০৩-৯-২০১৮	৫.৯.১৮	১৩.৮.১৮	
		[৪.৩] দাপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) মন্ত্রণালয়/বিভাগে	[৪.৩.১] ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	১	৩১-১-২০১৯	০৭-২-২০১৯	১০-২-২০১৯	১১-২-২০১৯	১৪.২.১৯	৩০-০১-২০১৯	
		[৪.৪] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৪.৪.১] আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘন্টা	১	৬০	-	-	-	-	৯০	

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর ৪র্থ কোয়ার্টারের (এপ্রিল-জুন ২০১৯) প্রতিবেদন

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার জুলা/১৮-সেপ্টে/১৮	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৮-ডিসে/১৮	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৯-মার্চ/১৯	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৯-জুন/১৯	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪		
						অর্জন	১	১	১	১			
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	৮১.২৫ %		
						অর্জন	৮০%	৮০%	৮০%	৮৫%			
১.৩ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	১	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৩১.০৭.২০১৮ ৩১.১০.২০১৮ ৩১.০১.২০১৯ ৩১.০৩.২০১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.১৮	৩১.১০.১৮	৩১.০১.১৯	৩১.০৩.১৯	১৮.৭.১৮ ২৫.১০.১৮ ৩১.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯		
						অর্জন	১৮.৭.১৮	২৫.১০.১৮	৩১.০১.১৯	৩১.০৩.১৯			
১.৪ উত্তম চর্চার (best practice) তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত	২	তারিখ	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৩১.১২.১৮	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩১.১২.১৮	-	-	২০.৮.১৮		
						অর্জন	২০.৮.১৮	-	-	-			
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন													
২.১ অংশীজনের (stakeholder) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১	২		
						অর্জন		১	-	১			
২.২ কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২; সরকারি	অংশগ্রহণকারী/ প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	সিনিয়র সহকারী সচিব	৬০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩০	৩০	-	৭৫		

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার জুলা/১৮-সেপ্টে/১৮	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৮-ডিসে/১৮	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৯-মার্চ/১৯	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৯-জুন/১৯	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫
কর্মচারি আচারণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন				(প্রশিক্ষণ)		অর্জন		৩৭	৩৮	-			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার জুলা/১৮-সেপ্টে/১৮	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৮-ডিসে/১৮	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৯-মার্চ/১৯	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৯-জুন/১৯	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫
২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণার্থী	২	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৪০	৮০	-	২৪৯		
						অর্জন		৪৭	৮২	১২০			
৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি													
৩.১ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন	‘বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮-এর খসড়া প্রণয়ন এবং নীতিগত/চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন।	১০	তারিখ	যুগ্মসচিব (শ্রম)	৩০.০৬.১৯	লক্ষ্যমাত্রা				৩০.০৬.১৯	১৪.১১.১৮		১৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ
						অর্জন		১৪.১১.১৮					
৪. তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রম													
৪.১ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	১	তারিখ	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	৩১.০৭.২০১৮ ৩১.১০.২০১৮ ৩১.০১.২০১৯ ৩১.০৩.২০১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.১৮	৩১.১০.১৮	৩১.০১.১৯	৩১.০৩.১৯	৩০.৮.১৮ ২২.১০.১৮ ২১.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯		
						অর্জন	৩০.৮.১৮	২২.১০.১৮	২১.০১.১৯	৩১.০৩.১৯			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার জুলা/১৮-সেপ্টে/১৮	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৮-ডিসে/১৮	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৯-মার্চ/১৯	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৯-জুন/১৯	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫
৪.২ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পাদন	অনলাইন প্রশিক্ষণের সনদ প্রাপ্ত	২	তারিখ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৩০.০৬.১৯	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০.৬.১৯	১৩.০৬.১৯		
						অর্জন	-	-	-	১৩.০৬.১৯			
৪.৩ দুদকে স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোল ফ্রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরণ এবং তা কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে অবহিতকরণ	তথ্য বাতায়নে সংযোজিত ও কর্মকর্তা-কর্মচারি অবহিত	১	তারিখ	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও সিস্টেম এনালিস্ট	৩১.০৭.১৮	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.১৮	-	-	-	২৪.০৭.১৮		
						অর্জন	২৪.০৭.১৮						
৪.৪ তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	৩১.০৭.২০১৮ ৩১.১০.২০১৮ ৩১.০১.২০১৯ ৩১.০৩.২০১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.১৮	৩১.১০.১৮	৩১.০১.১৯	৩১.০৩.১৯	৩০.৮.১৮ ২২.১০.১৮ ০৬.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯		
						অর্জন	৩০.৮.১৮	২২.১০.১৮	০৬.০১.১৯	৩১.০৩.১৯			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার জুলা/১৮-সেপ্টে/১৮	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৮-ডিসে/১৮	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৯-মার্চ/১৯	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৯-জুন/১৯	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫
৪.৫ তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে	কর্মকর্তা-কর্মচারি অবহিত	৬	সংখ্যা	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র সহকারী সচিব	৬০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩০	৩০	-	৬		
						অর্জন		৫১	৩৮	-	৮৯		

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার জুলা/১৮- সেপ্টে/১৮	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৮- ডিসে/১৮	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৯- মার্চ/১৯	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৯- জুন/১৯	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫
অবহিতকরণ				(প্রশিক্ষণ)									
৪.৬ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	৩১.০৩.১৯	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	৩১.০৩.১৯	-	২৫.২.১৯		
						অর্জন			২৫.০২.১৯	-			
৫. ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন													
৫.১ দাপ্তরিক কাজে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম (ই-মেইল/এসএমএস)-এর ব্যবহার	ই-মেইল/ এসএমএস ব্যবহৃত	২	%	সকল কর্মকর্তা	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৫.২ ভিডিও/অনলাইন/টেলি-কনফারেন্স আয়োজন (স্কাইপ/ম্যাসেন্জার, ভাইবার ব্যবহারসহ)	কনফারেন্স অনুষ্ঠিত	৩	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১৬	লক্ষ্যমাত্রা	৪	৪	৪	৪	১৬		
						অর্জন	৪	৪	৪	৪			
৫.৩ দাপ্তরিক সকল কাজে ইউনিকোড ব্যবহার	ইউনিকোড ব্যবহৃত	২	%	সকল কর্মকর্তা	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৫.৪ ই-টেন্ডার/ই-জিপি-এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	ই-টেন্ডার সম্পাদিত	২	%	যুগ্মসচিব প্রশাসন	৪০%	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৪০%	০		
						অর্জন	-	-	-	-			
৫.৫ চালুকৃত অনলাইন/ই-সেবার ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	অনলাইন/ই-সেবার ব্যবহার পরিবীক্ষণকৃত	৪	%	সিস্টেম এনালিস্ট	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার জুলা/১৮-সেপ্টে/১৮	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৮ - ডিসে/১৮	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৯-মার্চ/১৯	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৯-জুন/১৯	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫
৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ													
৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন	কর্ম-পরিকল্পনা প্রণীত	১	তারিখ	চীফ ইনোভেশন অফিসার	১৬.০৮.১৮	লক্ষ্যমাত্রা	১৬.০৮.১৮	-	-	-	৩১.০৭.১৮		
						অর্জন	৩১.০৭.১৮						
৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী কার্যক্রম	২	%	চীফ ইনোভেশন অফিসার	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	২০%	২০%	২০%	২০%	৮৫%		
						অর্জন	২০%	২৫%	২০%	২০%			
৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন উদ্যোগ/সহজিকৃত সেবা পরিবীক্ষণ	চালুকৃত সেবা পরিবীক্ষণকৃত	২	%	সিস্টেম এনালিস্ট	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ													
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ক্রয়-পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন	ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণীত	৩	তারিখ	যুগ্মসচিব প্রশাসন	৩১.০৭.২০১৮ ৩১.১০.২০১৮ ৩১.০১.২০১৯ ৩১.০৩.২০১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.১৮	৩১.১০.১৮	৩১.০১.১৯	৩১.০৩.১৯	০৯.০৮.১৮ ০৯.০৮.১৮ ০৯.০৮.১৮ ০৯.০৮.১৮		১ম কোয়ার্টারে সারাবছরের (কোয়ার্টার ভিত্তিক) ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
						অর্জন	০৯.০৮.১৮	০৯.০৮.১৮	০৯.০৮.১৮	০৯.০৮.১৮			
৭.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত	১	তারিখ	অনিক	৩১.০৭.২০১৮ ৩১.১০.২০১৮ ৩১.০১.২০১৯ ৩১.০৩.২০১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.০৭.১৮	৩১.১০.১৮	৩১.০১.১৯	৩১.০৩.১৯	২৯.০৭.১৮ ২৫.১০.১৮ ০৯.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯		
						অর্জন	২৯.০৭.১৮	২৫.১০.১৮	০৯.০১.১৯	৩১.০৩.১৯			
৭.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণকৃত	৪	%	যুগ্মসচিব প্রশাসন	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার জুলা/১৮-সেপ্টে/১৮	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৮ - ডিসে/১৮	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৯-মার্চ/১৯	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৯-জুন/১৯	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫
৭.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের এবং আওতাধীন/অধ:স্তন দপ্তর/সংস্থার শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন/আকস্মিক পরিদর্শন	পরিদর্শন/ আকস্মিক পরিদর্শন সম্পন্ন	২	সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা	২০	লক্ষ্যমাত্রা	৫	৫	৫	৫	২০		
						অর্জন	৫	১০	৭	৫			
৭.৫ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত	৪	%	সকল অনুবিভাগ প্রধান	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার জুলা/১৮-সেপ্টে/১৮	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৮-ডিসে/১৮	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৯-মার্চ/১৯	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৯-জুন/১৯	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫
৮. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম													
৮.১ বকেয়া বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর বিল প্রদান	বকেয়া বিল প্রদানকৃত	২	%	যুগ্মসচিব প্রশাসন	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	১০০%	১০০%		
						অর্জন	-	-	-	১০০%			
৮.২ রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের কোয়ার্টার ভিত্তিক বরাদ্দ সময়মত ছাড় নিশ্চিতকরণ	সময়মত বরাদ্দ ছাড়কৃত	২	%	যুগ্মসচিব উন্নয়ন	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	৯৯.৩১%		
						অর্জন	১৭%	৩২%	২৮%	২২.৩১%			
৮.৩ বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর (তেল/গ্যাস) এর সাশ্রয়ী/সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকৃত	২	%	যুগ্মসচিব প্রশাসন	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৯. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার/প্রণোদনা প্রদান													

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার জুলা/১৮-সেপ্টে/১৮	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৮-ডিসে/১৮	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৯-মার্চ/১৯	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৯-জুন/১৯	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫
৯.১ ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩.৩.২০১৮ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বর স্পষ্টীকরণ পত্র অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	৩	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৩০.০৬.১৯	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০.০৬.১৯	১৯.০৬.১৯		
						অর্জন	-	-	-	১৯.০৬.১৯			
৯.২ আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয়ে ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭’ অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কোডে অর্থ বরাদ্দ	অর্থ বরাদ্দকৃত	২	লক্ষ টাকা	যুগ্মসচিব বাজেট	৪ লক্ষ	লক্ষ্যমাত্রা	-	৪ লক্ষ	-	-	৪ লক্ষ		
						অর্জন	-	৪ লক্ষ	-	-			
১০. অর্থ বরাদ্দ													
১০.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	বরাদ্দকৃত অর্থ	৫	লক্ষ টাকা	যুগ্মসচিব প্রশাসন	৮ লক্ষ টাকা	লক্ষ্যমাত্রা	-	২	৩	৩	৯.৬০		
						অর্জন		২.১২	৩.১৮	৪.৩০			
১১. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন													
১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল	প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা দাখিলকৃত	৩	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	০৩.০৭.১৮	লক্ষ্যমাত্রা	০৩.০৭.১৮	-	-	-	০৩.০৭.১৮		
						অর্জন	০৩.০৭.১৮						

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার জুলা/১৮-সেপ্টে/১৮	২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৮-ডিসে/১৮	৩য় কোয়ার্টার জানু/১৯-মার্চ/১৯	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৯-জুন/১৯	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫
১১.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	২	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	০৪		
						অর্জন	১	১	১	১			
১১.৩ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান	নির্দেশনা প্রদত্ত	১	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১৪.০৬.১৮	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-	১৪.০৬.১৮		১৪-৬-১৮ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
						অর্জন							
১১.৪ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়নের নিমিত্ত কর্মশালা আয়োজন	আয়োজিত কর্মশালা	২	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	০৪.০৭.১৮	লক্ষ্যমাত্রা	০৪.৭.১৮	-	-	-	০৪.৭.১৮		
						অর্জন	০৪.৭.১৮						
১১.৫ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত/দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	অনুষ্ঠিত ফিডব্যাক সভা	২	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	০৪		
						অর্জন	১	১	১	১			
											মোট অর্জিত মান		

শিশুদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	এ্যালুমিনিয়াম ও এ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি তৈরী (Manufacturing of aluminum products)।	(ক) এ্যালুমিনিয়াম পূনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও নতুন এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী তৈরী, ডাইস ও ছাঁচ ব্যবহার করা; (খ) ধাঁরালো, ভারী ও ঘুর্ণায়মান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) দীর্ঘ সময় শব্দের মধ্যে কাজ করা; (ঘ) সারাক্ষণ বদ্ধ পরিবেশে কাজ করা; (ঙ) গরম ও উত্তাপে কাজ করা; এবং (চ) এ্যালুমিনিয়াম গুড়ার মধ্যে কাজ করা।	(ক) নিউমোনিয়া; (খ) কাশি; (গ) রক্ত কাশি (ঘ) আঙ্গুলে দাঁদ (এ্যাকজিমা); (ঙ) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক ক্ষত; (চ) আঙ্গুলে গ্যাংগ্রিন; (ছ) পায়ের রগ ফুলিয়া যাওয়া; (জ) শিরায় রক্ত জমাট বাঁধা; এবং (ঝ) শ্রবণশক্তি লোপ পাওয়া।
২।	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ (Automobile Workshop)।	(ক) সিনিয়র কারিগরদের সহযোগী হিসাবে কাজ করা; (খ) বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপদজনক পরিবেশে কাজ করা; (ঘ) পাইপের সাহায্যে মুখ দিয়ে পেট্রোল বা ডিজেল টানিয়া লওয়া; (ঙ) গ্রীজ, কেরোসিন, মবিল ব্যবহার করা; এবং (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া গাড়ীর নিচে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক আঘাত; (খ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (গ) হাতে গ্যাংগ্রিন; (ঘ) শ্বাস নালীর সংক্রমণ (ব্রংকিউলাইটিস); (ঙ) দেহে সীসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।
৩।	ব্যাটারী রি-চার্জিং (Battery re-charging)।	ক্ষতিকর অক্সাইড, কার্বন ও বিদ্যুতের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) ফুসফুসে পানিজমা; (খ) কাশি, নিউমোনিয়া, ফুসফুসে সংক্রমণ; (গ) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (ঘ) হাতে গ্যাংগ্রিন ও এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং (চ) হাতে ক্ষত।
৪।	বিড়ি ও সিগারেট তৈরী (Manufacturing of Biri and Cigarette)।	(ক) তামাক শুকানো ও প্রক্রিয়াকরণ করা; (খ) বিড়ি বানানো ও মোড়ক তৈরী করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাজ করা; (ঘ) তামাকের গুড়া ও নিকোটিনের সরাসরি সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (ঙ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে একনাগাড়ে ক্ষতিকর পদার্থ গ্রহণ করা।	(ক) ফুসফুসের রোগ; (খ) পাকস্থলিতে ঘা; (গ) উচ্চ রক্তচাপ; (ঘ) হৃদরোগ ও হৃদরোগ জনিত শারীরিক সমস্যা এবং (ঙ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত।
৫।	ইট বা পাথর ভাঙ্গা (Brick or Stone breaking)।	(ক) কাজের সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ইট ও পাথর গুড়া গ্রহণ করা; (খ) সরাসরি সূর্যের তাপে দীর্ঘক্ষণ কাজ করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (ঘ) ভারী যন্ত্রপাতি উঠানো-নামানো।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক আঘাত; (খ) হাত ও আঙ্গুল ছিলিয়া যাওয়া; (গ) সর্দি কাশি ও ফুসফুসে প্রদাহ; (ঘ) শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া; এবং (ঙ) দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া।
৬।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ বা লেদ মেশিন (Engineering workshop including lathe- machine)।	(ক) লোহা কাটা ও গলানোর কাজ করা; (খ) গলানো লোহা দিয়ে কাঠামো তৈরী করা; (গ) ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য ছাঁচ ও ব্লক তৈরী করা; (ঘ) অতি দ্রুত গতির ঘূর্ণায়মান মেশিন ও কম্পমান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঙ) গরম ও জলন্ত ধাতব কণা ও ধুলাবালির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) বাত ও বাতজনিত কারণে পায়ের জয়েন্ট ফুলিয়া যাওয়া; (গ) পায়ের শিরা ফুলিয়া যাওয়া; (ঘ) শিরায় রক্তজমাট বাধা; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) চোখের পানি পড়া; এবং (ছ) দৃষ্টি শক্তির সমস্যা।
৭।	কাঁচ ও কাঁচের সামগ্রী তৈরী (Manufacturing of glass & glass products)।	(ক) ভাংগা কাঁচের টুকরা পরিস্কার ও গুড়া করা; (খ) কাঁচ গলানো ও বিভিন্ন কাঁচের দ্রব্য তৈরীর জন্য গলানো কাঁচ ছাঁচে ঢালা; এবং (গ) তীব্র গরম ও উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (খ) অসহ্য খুসখুসে কাশি; (গ) ঘন আঠাযুক্ত কাশি; (ঘ) রক্ত কাশি; (ঙ) শ্বাসকষ্ট; (চ) ক্ষুধামন্দা; (ছ) জ্বর;

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			(জ) হাড়ে ব্যথা; (ঝ) মাথা ব্যথা; (ঞ) বমি বমি ভাব; এবং (ট) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া।
৮।	ম্যাচ তৈরী (Manufacturing of matches)।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি (কার্বন, ফসফরাস), গ্লু ও কাঠের টুকরা লইয়া কাজ করা; (খ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কাঠের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (গ) অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় স্বল্প পরিসরে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) আঙ্গুলে ঘা; (গ) গিরায় ব্যাথা; (ঘ) বাত ও বাতজনিত কারণে বিকৃতি, এবং (ঙ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ।
৯।	প্লাস্টিক বা রাবার সামগ্রী তৈরী (Manufacturing of plastic or rubber products)	(ক) প্লাষ্টিক ও রাবার গলানো; (খ) বিভিন্ন ধরণের ছাঁচের মধ্যে গলানো দ্রব্যাদি ঢালা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ও ধুলা গ্রহণ করা; এবং (ঘ) বিভিন্ন প্লাস্টিক ও রাবারের দ্রব্যাদি তৈরীর জন্য নানা ধরনের ছাঁচ ব্যবহার করা।	(ক) শুষ্ক কাশি; (খ) নিউমোনিয়া; (গ) হাপাঁনি (এ্যাজমা); (ঘ) দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের প্রদাহ; (ঙ) যকৃতের দূরারোগ্য ব্যাধি; এবং (চ) মূত্রাশয় ক্যানসার।
১০।	লবন তৈরী (Salt refining)।	(ক) লবনে আয়োডিন সংমিশ্রণ করা; এবং (খ) লবন মাপা ও মোড়কজাত করা।	(ক) রক্তশূণ্যতা; (খ) শরীর ফুলে যাওয়া; (গ) চামড়ায় চুলকানি জনিত প্রদাহ, (ঘ) এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (চ) হাতে-পায়ে ফাঙ্গাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণ; এবং (ছ) ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া।
১১।	সাবান বা ডিটারজেন্ট তৈরী (Manufacturing of soap or detergent)।	(ক) পশুর চর্বি, কার্বলিক এসিড ও গ্লিসারিনের সংমিশ্রণ তৈরী করা; এবং (খ) সাবান তৈরী ও মোড়কজাত করা।	(ক) চুলকানি জনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলে ক্ষত; (গ) অসহ্য কাশি; (ঘ) নিউমোনিয়া; (ঙ) ফুসফুসের প্রদাহ বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।
১২।	স্টীল ফার্নিচার বা গাড়ী বা মেটাল ফার্নিচার রং করা (Steel furniture or car or metal furniture painting)।	(ক) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া দীর্ঘ সময় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা; (খ) স্টীলের টুকরো পরিষ্কার করা, স্টীল পলিশ করা ও রং লাগানো; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সীসা ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও ধাতব গুড়া গ্রহণ করা; এবং (ঘ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা।	(ক) দেহে সীসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; (খ) বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া; (গ) পেটে ব্যথা; (ঘ) যকৃতের প্রদাহ; (ঙ) ঘনকাশি ও রক্তকাশি; (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা); (ছ) ফুসফুসের প্রদাহ; (জ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; (ঝ) সীসার কারণে ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ ও চামড়ার ক্যান্সার; এবং (ঞ) এলার্জি।
১৩।	চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরী (Tanning and dressing of leather.)।	(ক) এসিড ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা; (খ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার না করিয়া ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (গ) অস্বাস্থ্যকর ও ভীষণ দুর্গন্ধের মধ্যে কাজ করা।	(ক) এনথ্রাক্সজনিত কারণে হাতে ও পায়ে বেদনাদায়ক ঘাঁ; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ; (ঙ) ফাঙ্গাস জনিত প্রদাহ; (চ) আঙ্গুলের মাঝে ঘাঁ; (ছ) ডায়রিয়া; এবং (জ) ক্ষুধামান্দা ও বমি।
১৪।	ওয়েলডিং বা গ্যাস বার্নার (Welding works or gas burner mechanic)।	(ক) লোহা কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা এবং গ্রীল, জানালা ও দরজা তৈরী করা; (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ও মেশিন ব্যবহার করা;	(ক) চোখ নষ্ট হওয়া; (খ) চোখে জ্বালাপোড়া; (গ) চোখ লাল হওয়া;

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		(গ) আগুনের শিখার সংস্পর্শে কাজ করা; (ঘ) বিভিন্ন ধাতুর গুড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা; (ঙ) ক্ষতিকারক গ্যাস দিয়া কাজ করা; এবং (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ওয়েল্ডিং এর কাজ করা।	(ঘ) চোখ চুলকানো; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) অন্ধত্ব; (ছ) চামড়ায় জ্বালাপোড়া; (জ) হাতে ও পায়ে keloid তৈরী; (ঝ) ফুসফুসে দ্রুত পানি আসা; (ঞ) নিউমোনিয়া; (ট) শ্বাসকষ্ট; (ঠ) হাতে ও পায়ে ঘা; (ড) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হইয়া পুড়িয়া যাওয়া; (ঢ) দাহ্য পদার্থ দ্বারা দুর্ঘটনা; (ণ) নিশ্বাসজনিত নিউমোনিয়া ও শ্বাস কষ্ট; এবং (ত) যান্ত্রিক আঘাত।
১৫।	কাপড়ের রং ও ব্লীচ করা (Dyeing or bleaching of textiles)।	(ক) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি মোড়কজাত পরিমাপ ও বিক্রি করা; এবং (খ) কোন ধরণের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা ও স্পর্শ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ব্যথাজনিত ঘা; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দূর্বলতা; এবং (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ।
১৬।	জাহাজ ভাঙ্গা (Ship breaking)।	(ক) ট্যাংকার হইতে জ্বালানী তৈল সংগ্রহ করা; (খ) ব্যারেল ও কন্টেইনার হইতে জ্বালানী তৈল সংগ্রহ করা; এবং (গ) স্টীলের শীট সংগ্রহ ও বহন করা।	(ক) শরীরের চামড়ায় ও চোখে জখম; (খ) চোখ হইতে পানি পড়া; (গ) পিঠে ব্যথা; এবং (ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ।
১৭।	চামড়ার জুতা তৈরী (Manufacturing of leather footwear)।	(ক) বিভিন্ন ধরনের জুতা তৈরীর জন্য চামড়ার টুকরো পরিষ্কার করা, বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা, পলিশ করা এবং কাটা ও সেলাই করা; (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও রং ব্যবহার করা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত রাবারের গুড়া গ্রহণ করা; এবং (ঘ) আবদ্ধ পরিবেশে ও স্বল্প আলো-বাতাসে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ব্যাথাদায়ক ক্ষত; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ; (ঙ) হাত ও পায়ের আঙ্গুলে ঘা; (চ) ডায়রিয়া; এবং (ছ) বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া।
১৮।	ভলকানাইজিং (Vulcanizing)।	(ক) গাড়ির চাকা মেরামত ও সার্ভিসিং কাজে সিনিয়র কারিগরকে সহায়তা করা; (খ) ভারী চাকা বহন করা; (গ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঘ) গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; এবং (ঙ) হারনিয়া।
১৯।	মেটাল কারখানা (Metal works)।	(ক) ভারী ও ধাঁরালো যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া মেটালের টুকরো কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা; (খ) রং করার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা; এবং (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত রাসায়নিক দ্রব্য ও মেটালের গুড়া গ্রহণ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (খ) মাথা ব্যথা; (গ) বমি বমি ভাব; (ঘ) পায়ের রগ ফুলিয়া যাওয়া; (ঙ) চোখে চুলকানি; (চ) চোখে পানি আসা; এবং (ছ) দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া।
২০।	জিআই শীট বা চুনাপাথর বা চক সামগ্রীর কাজ (Manufacturing of GI sheet products or limestone or chalk products)।	(ক) প্রচন্ড তাপে কাজ করা; (খ) উত্তপ্ত পদার্থ এবং জলন্ত ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা; (গ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা; (ঘ) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ওজন ও বিক্রি করা; (ঙ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা; (চ) কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত খালি হাতে রাসায়নিক দ্রব্য নাড়াচাড়া করা; (ছ) প্লাস্টিক মন্ড ব্যবহার করা; এবং	(ক) ক্রমাগত মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) দৃষ্টিশক্তি লোপ; (ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ; (ঙ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (চ) শরীরের চামড়া পুড়িয়া যাওয়া; (ছ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; এবং (জ) শ্বাস কষ্ট।

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		(জ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহিত রাসায়নিক দ্রব্যাদির সুক্ষ্ম কণা গ্রহণ করা।	
২১।	স্পিরিট ও এলকোহলজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াকরণ (Rectifying or blending of spirit & alcohol)।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা; (খ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (গ) বিভিন্ন রাসায়নিক রং ব্যবহার করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; এবং (গ) শ্বাসকষ্ট।
২২।	জর্দা ও তামাক বা কুইবাম তৈরী (Manufacturing of jarda and quivam)।	(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা; (গ) ধাঁরালো টিনের সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা; এবং (ঘ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) চামড়া পুড়িয়া যাওয়া; (ঘ) হাতে ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং (ঙ) শ্বাস কষ্ট।
২৩।	কীটনাশক তৈরী (Manufacturing of pesticides)।	(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (খ) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) চামড়া পুড়িয়া যাওয়া; (ঘ) হাত ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং (ঙ) শ্বাস কষ্ট।
২৪।	স্টীল ও মেটাল কারখানার কাজ (Iron and steel foundry or casting of iron and steel)।	(ক) লোহার গুড়া ও লোহার কণার সংস্পর্শে আসা; (খ) উচ্চ শব্দ ও নোংরা পরিবেশে কাজ করা; (গ) লেদ মেশিনে নাট ও বোল্ট তৈরীর কাজ করা; (ঘ) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া মেটাল ও স্টীল কাটা এবং বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা; এবং (ঙ) ধুলাবালির মধ্যে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা (খ) বমি হওয়া; এবং (গ) চামড়া পুড়িয়া যাওয়া।
২৫।	আতশবাজী তৈরী (Fire works)।	(ক) উত্তপ্ত গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ধারালো ও উত্তপ্ত যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং (গ) অত্যধিক গরমে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; এবং (গ) শ্বাস কষ্ট।
২৬।	সোনার দ্রব্যাদি বা ইমিটেশন বা চুড়ী তৈরীর কারখানায় কাজ (Manufacturing of jewellery and imitation ornaments or bangles factory or goldsmith)।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য ও বিভিন্ন ধরনের উত্তাপক গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) মেটাল দ্রব্যাদি কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করা; (ঘ) কাঁচ, মেটাল ও প্লাস্টিক পরিষ্কার ও গুড়া করা; (ঙ) রাসায়নিক প্লাস্টিক ও কাঁচ ব্যবহার করিয়া গলানো ও যুক্ত করিবার কাজ করা; (চ) সরাসরি অগ্নিশিখা ও রাসায়নিক প্লাস্টিক ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা; (ছ) অস্বাভাবিক দেহ ভঙ্গিতে দৃষ্টি ও হাতের সর্বোচ্চ সমন্বয়ে কাজ করা; (জ) বিপদজনক নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিডের আগুন ব্যবহার করিয়া স্বর্ণ গলানো ও আকৃতি তৈরী করা; এবং (ঝ) অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনে ও স্বল্প আলোতে ছোট জায়গায় এবং আগুন নিয়ে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) শ্বাস কষ্ট; (ঘ) দৃষ্টিশক্তির সমস্যা; (ঙ) চোখ চুলকানো; (চ) চোখে পানি পড়া; (ছ) ক্ষুধামন্দা; (জ) ওজন কমিয়া যাওয়া; (ঝ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত; (ঞ) চোখে জ্বালাপোড়া করা; এবং (ট) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত।
২৭।	ট্রাক বা টেম্পো বা বাস হেল্পার (Truck or tempo or bus helper)।	(ক) সরাসরি রৌদ্রের মাঝে ট্রাক বা টেম্পো বা বাস হেল্পার হিসেবে কাজ করা; (খ) বিভিন্ন ধরনের গাড়ীর ধোঁয়া সরাসরি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা; এবং (গ) অনিয়মিত খাবার গ্রহণ।	(ক) সড়ক দুর্ঘটনা ; (খ) পাকস্থলিতে ঘা; (গ) ক্ষুধামন্দা; (ঘ) বমি বমি ভাব; (ঙ) ওজন কমিয়া যাওয়া; (চ) কোষ্ঠকাঠিণ্য; (ছ) মাথা ব্যাথা;

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			(জ) শ্রবনশক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া; (ঝ) মূত্রনালীতে সংক্রমণ; এবং (ঞ) শারিরীক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যঘাত।
২৮।	স্টেইনলেস স্টীল সামগ্রী তৈরী (Stainless steel mill, cutlery)।	(ক) উচ্চ শব্দের মধ্যে ও শ্বাসরোধকর গতিবেগে কাজ করা; এবং (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি এবং অতিরিক্ত গরমে লোহার কণা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) খুসখুসে কাশি; (গ) ফুসফুসে প্রদাহ; (ঘ) হাঁপানি; (ঙ) শ্রবণশক্তি বাধাগ্রস্থ হওয়া; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং (ছ) হাত ও পায়ে ক্ষত।
২৯।	ববিন ফ্যাক্টরীতে কাজ (Bobbin factory)।	(ক) কাঠ কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা, পলিশ ও রং করা; (খ) কাঠের গুড়া ও ধুলাবালি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা; (গ) খালি হাতে স্পিরিট ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা; (ঘ) কাঠের বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও আসবাবপত্র বার্ণিস করা; (ঙ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং (চ) গাছের বৃহৎ কান্ড বা খন্ড বহন করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) আঘাত জনিত সংক্রমণ; (গ) ঠান্ডাকাশি; (ঘ) ফুসফুসে প্রদাহ; (ঙ) অ্যাজমা; এবং (চ) নাকের ভিতরে ক্যান্সার।
৩০।	তাঁতের কাজ (Weaving worker)।	(ক) তাঁত বোনা ও রং ব্যবহার করা; (খ) চোখের তীক্ষ্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (গ) দীর্ঘ সময় ধরে অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনে ও অল্প আলোতে কাজ করা; এবং (ঘ) তাঁতের ফ্রেম ব্যবহার করা।	(ক) চোখে ব্যথা; (খ) চোখে অতিরিক্ত পানি পড়া; (গ) দৃষ্টিশক্তির ব্যঘাত; (ঘ) মাথা ব্যথা; (ঙ) মাথা ঘোরা; (চ) বাত; (ছ) শ্বাসকষ্ট; এবং (জ) স্নায়ুবিক সমস্যা।
৩১।	ইলেকট্রিক মেশিনের কাজ (Electric mechanic)।	(ক) ইলেকট্রিশিয়ানকে সকল ধরণের বৈদ্যুতিক কাজে সহায়তা করা; (খ) ভারী ও ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) যথাযথ নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং (ঘ) বিদ্যুত স্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা।	(ক) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা; (খ) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়া; (গ) এ্যাজবেসটোমিস; এবং (ঘ) ফুসফুসে দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ।
৩২।	বিস্কুট বা বেকারী কারখানার কাজ (Biscuit factory or bakery)।	(ক) আটা, বেকিং পাউডার ও চিনি মিশানো; (খ) আগুনের চুল্লীতে কাজ করা; (গ) চুলায় বেকিং ট্রে প্রবেশ এবং বাহির করা; এবং (ঘ) দিন বা রাত উভয় সিফটে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) দৃষ্টি শক্তি সমস্যা; (ঘ) ক্ষুধামন্দা; (ঙ) পাকস্থলিতে ঘা; (চ) কোষ্ঠকাঠিণ্য; (ছ) পাকস্থলিতে প্রদাহ; এবং (জ) যকৃতে প্রদাহ।
৩৩।	সিরামিক কারখানার কাজ (Ceramic factory)।	(ক) প্রচন্ড তাপের মাঝে কাজ করা; এবং (খ) রাসায়নিক সিলিকা জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করা।	(ক) সিলিকসিস; (খ) ফুসফুসে ক্যান্সার; এবং (গ) কণ্ঠনালীতে ক্যান্সার।
৩৪।	নির্মাণ কাজ (Construction)।	(ক) পাথর ভাঁঙ্গা ও ইট-ভাটায় কাজ করা; (খ) রাজমিস্ত্রীকে সহযোগীতা করা; (গ) ভারী জিনিস বহন করা; (ঘ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া কাজ করা; এবং (ঙ) সরাসরি রৌদ্রে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) ধনুষ্টংকার (টিটেনাস); (ঘ) বাত; (ঙ) হারনিয়া; (চ) শ্বাসকষ্ট; (ছ) যক্ষা; (জ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার রোগ; এবং (ঝ) হাত ও পায়ে ঘা।

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩৫।	কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে কাজ (Chemical factory)।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসা; (গ) শারীরিক বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দীর্ঘ সময় প্রচন্ড শব্দের মধ্যে কাজ করা, এবং (ঘ) ভারী বোঝা বহন করা।	(ক) চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতে ও পায়ে ঘা; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) বিকলাঙ্গ; এবং (চ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ।
৩৬।	কসাই এর কাজ (Butcher)।	(ক) রক্তের মাঝে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (গ) নিয়মিত গরু বা ছাগল কাটা।	(ক) চামড়ার রোগ যেমন- খোস পাচড়া; (খ) দাঁদ (একঁজিমা); (গ) হাতে ও পায়ে ঘা; এবং (ঘ) হৃদরোগ।
৩৭।	কামারের কাজ (লোহা বা লৌহ পেটানোর কাজ) (Blacksmith)।	(ক) ধারালো যন্ত্রপাতি ও হাতুড়ির সাহয্যে লোহা পরিষ্কার করা, গলানো ও বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করা। এবং (খ) প্রচন্ড আওয়াজ, তাপ, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) শ্রবণ যন্ত্রে সমস্যা; (খ) হাত, হাটু ও কনুইয়ের বিকৃতি; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) ফাঙ্গাসজনিত প্রদাহ; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; (ছ) Tenosynvitis; Bursitis; এবং (জ) দুর্ঘটনার কারণে হাত, পা ও চোখে ক্ষত।
৩৮।	বন্দরে এবং জাহাজে মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের কাজ (Handling of goods in the ports and ships)।	ভারী মালামাল উঠানো-নামানো এবং বহন করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) গিরায় ব্যথা ও ফুলে যাওয়া; (গ) দৈহিক আঘাত; এবং (ঘ) বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনা।

ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH

Sl.No.	Title of the Convention (Year, No.)	Date of Ratification
1.	Hours of works (Industry) Convention, 1919 (No.1)	22.06.1972
2.	Night Work(Women) Convention, 1919 (No. 4)	22.06.1972
3.	Night work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No.6)	22.06.1972
4.	Right of Association (Agriculture) Convention,1921 (No.11)	22.06.1972
5.	Weekly Rest (Industry) Convention, 1919 (No.14)	22.06.1972
6.	Minimum Age (Trimmers & Stokers) Convention, 1921 (No.15)	22.06.1972
7.	Medical Exam. of Young Persons (sea) Convention, 1921 (No.16)	22.06.1972
8.	Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No.18)	22.06.1972
9.	Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention,1925 (No.19)	22.06.1972
10.	Inspection of Emigrants Convention, 1926 (No.21)	22.06.1972
11.	Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No.22)	22.06.1972
12.	Marking of Weight (Packages Transported by vessels) Convention, 1929 (No.27)	22.06.1972
13.	* Forced Labour Convention, 1930 (No.29)	22.06.1972
14.	Protection Against Accident (Dockers) (revised) Convention, 1932 (No.32)	22.06.1972
15.	Underground work (women) Convention, 1935 (No.45)	22.06.1972
16.	Minimum Age(Industry) (revised) Convention, 1937 (No.59)	22.06.1972
17.	Final Articles Revision Convention, 1946 (No.80)	22.06.1972
18.	Labour Inspection Convention, 1947 (No.81)	22.06.1972
19.	* Freedom of Association & Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No.87)	22.06.1972
20.	Night Work (Women) convention (revised) 1948 (No.89)	22.06.1972
21.	Night Work of Young Persons (Industry) (revised) Convention, 1948 (No.90)	22.06.1972
22.	Fee-charging Employment Agencies Convention (revised), 1949 (No.96)	22.06.1972
23.	* Right to Organize & Collective Bargaining Convention, 1949 (No.98)	22.06.1972
24.	* Equal Remuneration Convention , 1951 (No.100)	28.01.1998
25.	* Abolition of Forced Labour Convention , 1957 (No.105)	22.06.1972
26.	Weekly Rest (commerce & offices) Convention, 1957 (No.106)	22.06.1972
27.	Indigenous & Tribal Population Convention, 1957 (No.107)	22.06.1972
28.	* Discrimination (Employment & Occupation) Convention , 1958 (No.111)	22.06.1972
29.	Final Articles Revision Convention, 1961 (No.116)	22.06.1972
30.	Equality of Treatment (Social Security) Convention , 1962 (No.118)	22.06.1972
31.	Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No.144)	17.04.1979
32.	Nursing Personnel Convention, 1977 (No.149)	17.04.1979
33.	* Worst Forms of Child Labour Convention , 1999 (No.182)	12.03.2001
34.	Seafarer's Identify Document Convention (revised), 2003 (No.185)	28.04.2014
35.	Maritime Labour Convention 2006	06.11.2014

* ILO Core conventions.

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ (২০১৮-সংশোধিত) ,অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি ২০১৫-শ্রম বিধিমালাকর্মঘণ্টা ও মজুরী প্রদান নিশ্চিতকরণ ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে এই অধিদপ্তর। এছাড়া, কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ নিরাপদ, শোভন ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে ০১ টি প্রধান কার্যালয় এবং ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে বর্তমানে ডাইফ-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অধিদপ্তরের গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক এবং একজন যুগ্ম সচিব অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিদর্শকের দিকনির্দেশনায় প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা, পাঁচটি উপশাখা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা নিম্নরূপ:

১. প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
২. সেইফটি শাখা
৩. স্বাস্থ্য শাখা
৪. সাধারণ শাখা

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের গঠন

অধিদপ্তরের অধীন ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনসহ শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, শ্রম অসন্তোষ নিরসন, শ্রম আইনের কল্যাণমূলক বিধানসমূহ বাস্তবায়ন, কারখানার লে-আউট অনুমোদন, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হয়। এছাড়া, কারখানা ভবনের কাঠামোগত সুরক্ষা, অগ্নি সুরক্ষা ও বৈদ্যুতিক সুরক্ষাসহ দূর্ঘটনার তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশুকক্ষ স্থাপন, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে সহায়তা প্রদানের সুপারিশ ও চেক বিতরণ ইত্যাদি কাজ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও, প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে ৫টি শাখার মাধ্যমে উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। শাখাগুলো হলো: প্রশাসন শাখা, সেইফটি শাখা, স্বাস্থ্য শাখা, সাধারণ শাখা এবং দোকান ও প্রতিষ্ঠান শাখা।

অধিদপ্তর-এর কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মস্থলের সেইফটি নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনে বর্ণিত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা।
- শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, কল্যাণ, মজুরী পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি তদারকি করার জন্য কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা।
- কারখানা নির্মাণের জন্য কারখানা ভবনের নকশা ও মেশিন লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং কারখানা

সম্প্রসারণের জন্য লে-আউট সম্প্রসারণের নকশা অনুমোদন।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান।
- আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা বা বিধি থেকে অব্যাহতি প্রদান।
- আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা।
- শ্রমিক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে আইনানুগভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সংশ্লিষ্ট আদেশ নির্দেশ বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা।
- শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা।
- শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে শ্রম আইন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। শ্রম আইন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- কলকারখানা নিবন্ধীকরণ, কারখানার লাইসেন্স নবায়ন ও সনদপত্র ইস্যু।
- শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন এবং দরকষাকষি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরী ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা এবং শ্রম পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।
- বিভিন্ন কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনের জন্য সরকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা।
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন: শ্রম পরিদর্শন, মজুরী, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা।

কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	৩৬	৫৫২
ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২৪	৪৮৩
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	-	৪২
সেমিনার/ওয়ার্কশপ	১৪৪ (তন্মধ্যে ১৩৮ টি Gender Based Violence প্রজেক্টের আওতায়)	৬,৯৮৮ (তন্মধ্যে ৬,৭৬০ জন Gender Based Violence প্রজেক্টের আওতায়)

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ডাইফ-এর নিয়মিত কার্যক্রম ও অর্জন

শ্রম পরিদর্শন

দেশের সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়মিত কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই এ অধিদপ্তরের মূল কাজ। শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের মূল্যবোধকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পরিদর্শন করা হয়:-

(ক) নিয়মিত পরিদর্শন
(খ) তাৎক্ষণিক পরিদর্শন
(গ) দুর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিদর্শন
(ঘ) অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন

- নিয়মিত পরিদর্শন মূলত নিম্নোক্ত ধাপে সংঘটিত হয়:
- সকল নিয়মিত পরিদর্শন আগে থেকে অবহিত করেই করা হয়। এ পরিদর্শনের বিষয়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এক সপ্তাহ আগেই ফোন কল অথবা চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়।
- পরিদর্শনের সময় মূলত ফ্যাক্টরীর নাম, পরিদর্শনের বিভাগ, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকে। সেখানে পরিদর্শকের নামও উল্লেখ থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৩,৪০১ টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ২৭৫৫ টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোট ২৬০৪ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা ও মামলা নিষ্পত্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করেন এবং তা শোধরানোর জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১৪২৯ টি। এর মধ্য থেকে ৮৪৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান

দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত **১০৩** জন শ্রমিক এবং নিহত **১২১** জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৭১,০৬,২৪৬ (একাত্তর লক্ষ ছয় হাজার) টাকা মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গণশুনানী নিষ্পত্তি

শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে নিয়মিত গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। শ্রমিকের মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্ল্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য এসব গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৯৪১ দিন গণশুনানী আয়োজনের মাধ্যমে ১৩৮৯ জন সেবা প্রত্যাশীর ১২৮৮ টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ

কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ১০,৮১২ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। মালিক কর্তৃক শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ২৭,৬১,৫৩,৩৯৪ (সাতাশ কোটি একষট্টি লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার তিনশত চুরানব্বই) টাকা।

লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ১৩,২৩৭ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৫,২২৭ টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে।

সেইফটি কমিটি গঠন

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত শ্রম বিধিমালায় সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরপর থেকে কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ১১৯৮টি। সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত আরএমজি কারখানাগুলোতে ১৭৯৬ টি এবং নন আরএমজি কারখানাগুলোতে ১২৩১ টি; মোট ৩০২৭ টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা এবং বিনিয়োগের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ লক্ষ্যে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নের

পাশাপাশি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন করে কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে ডাইফ। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ ৬,০৪,১৪,৭৮২ (ছয় কোটি চার লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা আয় করেছে।

শিশুকক্ষ স্থাপন ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৫১২ টি শিশুকক্ষ স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া শিশুকক্ষ স্থাপনের জন্য ৪৭১ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ২১৬ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৬৭ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করেছে। আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ৮৭,৩৩,৮৭৫ টাকা।

কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্টের বিধানগুলো প্রতিপালনে 'এ' শ্রেণীভুক্ত হলে, কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স কারখানা হিসেবে ধরা হয়। কমপ্লায়েন্স কারখানাগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ধারা এবং বিধি প্রতিপালন করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২১০৬ টি কারখানায় এরূপ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে।

শ্রম আইন ও বিধিমালা পালনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য মোট ৮৩২ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

নিয়োগবিধি অনুমোদন

বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগবিধি অনুমোদন করে থাকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ২৬ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকুরি বিধি অনুমোদন করা হয়েছে।

নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সরকার ৪২টি সেক্টরে নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন করছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরে নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা-১৪৯ মোতাবেক নিম্নতম মজুরী হারের কম হারে মজুরী প্রদান নিষিদ্ধ। এই ধারা বাস্তবায়নে ডাইফ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নে কোন লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ করা হয়। তারপরও নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নে গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অধিদপ্তরের বিশেষ কার্যক্রম ও অর্জন

শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য হেল্পলাইন চালু

শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন সেবা চালু করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। সারাদেশের কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকরা বিনা খরচে ১৬৩৫৭ নম্বরে ফোন করে তাদের কর্মস্থল, মজুরি, শ্রম সংশ্লিষ্ট যেকোন অভিযোগ জানাতে পারবেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে নতুন এই হেল্প লাইন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে টোল ফ্রি হটলাইন হিসেবে ১১ ডিজিটের লং কোড (০৮০০৪৪৫৫০০০) চালু ছিল কিন্তু হেল্প লাইন হিসেবে পাঁচ ডিজিটের নতুন শর্টকোড চালু হওয়ার পর শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তিতেও গতি সঞ্চার হয়েছে।

ই-ফাইলিং-এ ১৯ বার শীর্ষস্থান অর্জন

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজে এবং স্বল্প সময়ে জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৭-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলিং ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এটুআই প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত ই-ফাইলিং-এর র‌্যাংকিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ইতোমধ্যে ১৯ বার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বারো মাসের মধ্যে ১১ বার প্রথম স্থান লাভ করেছে ডাইফ।

ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট

ঈদ উৎসবকালীন পোশাক কারখানাসহ অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের বেতন, ভাতা, ছুটি নিশ্চিত করাসহ যেকোন শ্রম অসন্তোষ নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কোর কমিটি কাজ করে থাকে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এই কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কোর কমিটির নির্দেশনায় ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও চট্টগ্রামের শ্রমঘন এলাকায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের আওতাধীন আটটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি কাজ করে। কোর কমিটির সঙ্গে অধিনস্থ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটিগুলো সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করেন। শ্রম খাতে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শকগণ তা নিরসন করেন। উৎসবের পূর্বে কোনো শ্রমিকের ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধ রোধকরণেও ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটিগুলো কাজ করে।

সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)'র মাধ্যমে কারখানা সংস্কার

ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ তদারকি জন্য বাংলাদেশ সরকার গত ১৪ মে ২০১৭ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)-গঠন করে। এরই মধ্যে আরসিসির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, জনবল বাড়ানো হয়েছে। কারখানা ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি নিরাপত্তাসহ উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) যৌথভাবে শতাধিক প্রকৌশলী নিয়োগ দিয়েছে। বর্তমানে আরসিসির মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আশুলিয়ায় শতভাগ সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্নকারী একটি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম এবং ডাইফ-এর মহাপরিদর্শক জনাব শিবনাথ রায় (৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯)

শিশুশ্রম নিরসন

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ খাতসহ সকল ধরনের শ্রম থেকে শিশুদের মুক্ত করে ইতিবাচক পরিবর্তনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শাখার মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সকল সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ইতোমধ্যে রপ্তানীমুখী তৈরি পোশাক কারখানা ও চিংড়ি শিল্প থেকে শতভাগ শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশুশ্রম নিরসন করার জন্য মালিক, শ্রমিক এবং শিশু শ্রমিকদের অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সেক্টরগুলো হলো: অ্যালুমিনিয়াম, তামাক/বিড়ি, কাঁচ, ট্যানারি, স্টোন ক্রাশিং, প্লাস্টিক, স্পিনিং, শিপব্রেকিং, তাঁত, সাবান ও সিল্ক।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) জনাব সাকিউন নাহার বেগম (১২ জুন ২০১৯)

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন

শ্রমিক-মালিক, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজশাহী নগরীর তেরখাদিয়ায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSRTI)-এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ১ নভেম্বর, ২০১৮ আন্তর্জাতিক মানের এ ইনস্টিটিউট-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ শেষ হবে জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে। শ্রমিক দুর্ঘটনা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে এটিই প্রথম ইনস্টিটিউট। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় কর্মপরিবেশ উন্নয়নে গবেষণায় গুরুত্ব দেয়া হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)সহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম খাতে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পেশাগত রোগ সম্পর্কে গবেষণা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং শ্রমিকদের সচেতনতা বাড়াতে এ ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইতোমধ্যে এই ইনস্টিটিউট-পরিচালনার জন্য জনবলের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ও প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক

শ্রম পরিস্থিতি পরিবীক্ষণে ২৯ কমিটি

সরকার ঘোষিত বিভিন্ন সেক্টরের মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন ও দেশের শ্রম পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২৯টি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা ঘোষিত মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নের বিষয় সার্বক্ষণিক মনিটরিং করেন। কোন কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই বা চাকুরী চ্যুতির ঘটনা ঘটলে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করেন। এই কমিটির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য মালিকের সাথে আলোচনা করে প্রতিটি কারখানায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করেন। সামগ্রিক শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।

নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ: কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর

অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃত্ব সুরক্ষার জন্য শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ বাস্তবায়নসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি: 'Gender Equality and Women's Empowerment at Workplace'-প্রকল্পের আওতায় জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে ৮০টি কারখানার ৪ হাজার শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া চা বাগানে কর্মরত মোট ২৪১০ জন শ্রমিক ও কর্মকর্তাকে এবং চামড়া শিল্পের মোট ৪০০ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মস্থলে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (GBV) মোকাবেলার জন্য 'বাংলাদেশ টি এসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক অরিয়েন্টেশন-এ বক্তব্য প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (২৫ মে, ২০১৯)

উপমহাপরিদর্শকের নিজস্ব ভবন নির্মাণ

'DIFE আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ৯টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প'-এর আওতায় ৯টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ ও আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের আরও ১৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ ও আধুনিকায়নের জন্য 'DIFE আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প' গত ৯ জুলাই, ২০১৯ একনেক-এ অনুমোদন লাভ করেছে।

লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)

ডিজিটালাইজেশন তথা সেবা সহজীকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম সাফল্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) কে বাস্তবে রূপায়ন। এটি একটি অনলাইনভিত্তিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজ যেমন: পরিদর্শন, পরিদর্শন পরবর্তী নোটিশ প্রেরণ, শ্রম আদালতে মামলা দায়ের, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পাদন করা যায়। লিমা মূলত দুই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। একটি হলো- ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, অপরটি- মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। ফলে

লিমা অ্যাপকে কম্পিউটারের পাশাপাশি মোবাইল ফোন বা ট্যাব-এ ব্যবহার করা যায়।

২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ০৬ মার্চ লিমা উদ্বোধন করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে অধিদপ্তরের গাজীপুর উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে এই অ্যাপ চালু করা হয় এবং পরিদর্শকগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জানুয়ারি, ২০১৯ হতে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় লিমা-এর মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করে। জানুয়ারি, ২০১৯ মাসে লিমার মাধ্যমে সারা দেশে পরিদর্শন সংখ্যা ছিল মাত্র ২০৩ টি । কিন্তু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ৫ সদস্যের লিমা সাপোর্ট টিম গঠন ও পরিদর্শকগণের জন্য দেশব্যাপী লিমা রিফ্রেশার্স ট্রেনিং শুরু করায় এই অ্যাপের মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শন ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনে গতি এসেছে। আগস্ট, ২০১৯-এ লিমার মাধ্যমে সারা দেশে পরিদর্শন সংখ্যা ১০৮২টি।

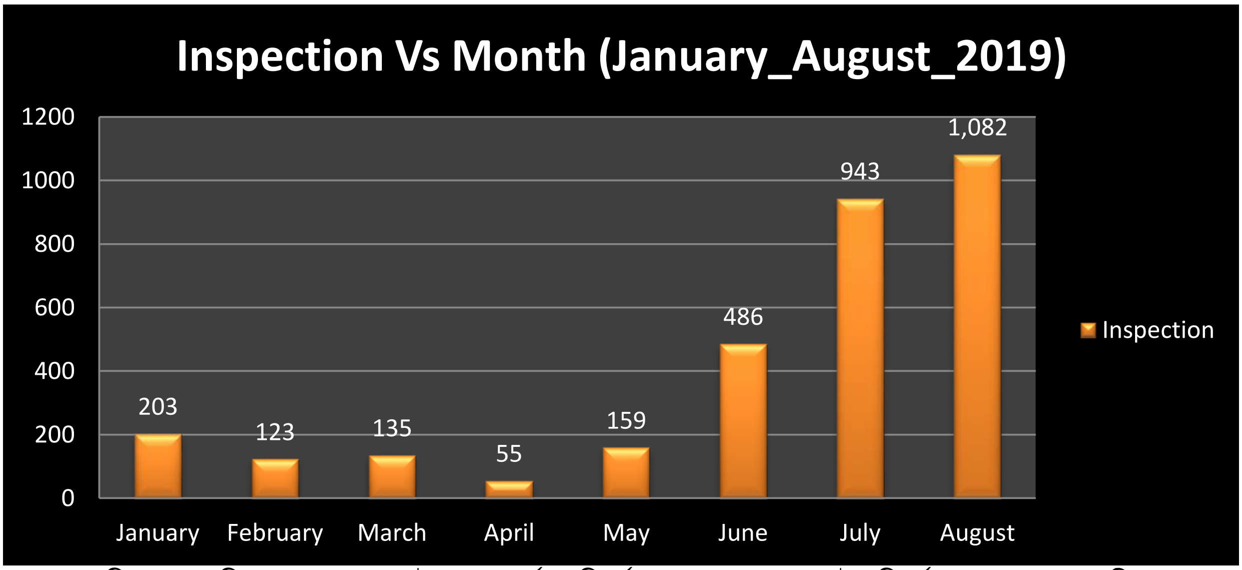

চিত্র: জানুয়ারি, ২০১৯ হতে আগস্ট, ২০১৯ পর্যন্ত পরিদর্শনের সারসংক্ষেপ (মোট পরিদর্শন সংখ্যা= ৩,১৮৬টি)

অধিদপ্তরের http://lima.dife.gov.bd সাইটে লগইন করে পরিদর্শকগণ লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম (সিডিউল সাবমিট, নিয়মিত পরিদর্শন, বিশেষ পরিদর্শন, ক্যাপ তৈরী, নোটিশ প্রস্তুত, নোটিশ প্রেরণ, মামলা দায়ের ইত্যাদি) করতে পারেন। উপমহাপরিদর্শকগণ সিডিউল সাবমিট করে লিমার মাধ্যমে মহাপরিদর্শক মহোদয়ের অনুমোদন নিয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন। তাছাড়া কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের মালিক/কর্তৃপক্ষগণ তাদের কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স গ্রহণ, লাইসেন্স নবায়ন, লে-আউট নকশা অনুমোদন এর আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের সেইফটি কমিটি গঠনের নোটিশ, দুর্ঘটনার নোটিশ প্রেরণ করতে পারবেন।

খুলনায় LIMA Refreshers' Training উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি। (১৫-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

শ্রমিক/কর্মচারীগণ কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা, বকেয়া মজুরি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদান, প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা না পাওয়া ও চাকুরি সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ এই অ্যাপের মাধ্যমে করতে পারবেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মহোদয়সহ পদস্থ কর্মকর্তাগণ এই অ্যাপ-এর মাধ্যমে দপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং করতে পারবেন। অ্যাপটি বাস্তবায়নে কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং নেদারল্যান্ডের আর্থিক সহায়তায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। অ্যাপটি বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় ব্যবহার করা যায়।

LIMA Refreshers' Training-এ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম। (১৫-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

লিমার ব্যবহার ডাইফের কাজসমূহকে স্বচ্ছ ও কার্যকর করতে সহায়তা করছে। কারখানার লাইসেন্স প্রদান, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, লে-আউট পরিবর্তন ইত্যাদি সেবাকে সহজলভ্য করেছে এই অ্যাপ। বর্তমানে লিমাতে ০৪ (চার) টি মডিউল আছে।

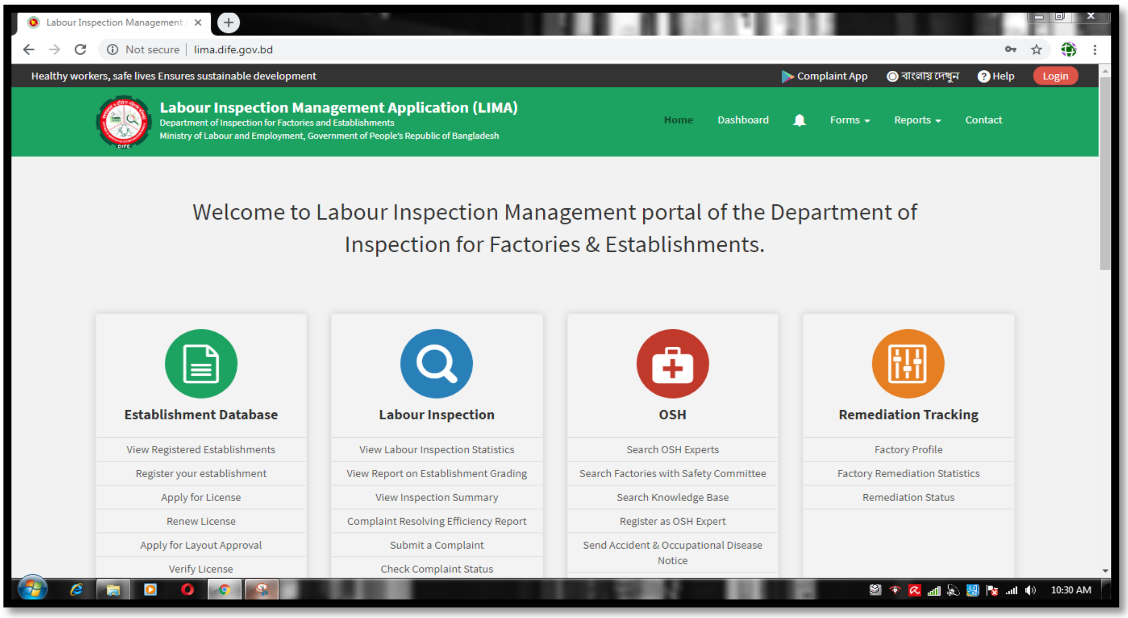

ছবি: LIMA হোমপেইজ।

খুলনায় LIMA Refreshers' Training বক্তব্য প্রদান করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব শিবনাথ রায়। (১৫-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

LIMA ব্যবহার করে যেসব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যাবে:

১. প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
২. মাসিক/মেয়াদী রাজস্ব
৩. লাইসেন্স প্রদান ও ননট্যাক্স রেভেনিউ
৪. প্রসূতি সুবিধা গ্রহণকারিদের রেজিস্টার
৫. বিস্তারিত পরিদর্শন
৬. কমপ্লায়েন্স বিষয়ভিত্তিক পরিদর্শন (সার সংক্ষেপ)

৭. নোটিশ
৮. মামলার রেকর্ড
৯. মাসিক পরিদর্শন অবস্থা
১০. নিয়ম মাফিক অভিযোগ এবং প্রতিবেদন
১১. গণশুনানি সারসংক্ষেপ
১২. সেইফটি কমিটি
১৩. দুর্ঘটনায় নোটিশ প্রেরণের প্রতিবেদন
১৪. কর্মক্ষেত্রে পেশাগত ব্যাধি ও ক্ষতিপূরণের প্রতিবেদন
১৫. পার্সোনাল ডেটা শিট

রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর কার্যক্রম

পটভূমি

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল রপ্তানীমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়। অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেইফটি ইন বাংলাদেশ (ACCORD) ও অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেইফটি (ALLIANCE) নামক দুটি ক্রেতা জোট তাদের সদস্য প্রতিষ্ঠান বা দেশগুলোতে পোশাক সরবরাহকারী কারখানাগুলোকে মূল্যায়ন করে। অবশিষ্ট কারখানগুলোর মূল্যায়ন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক সমর্থিত জাতীয় উদ্যোগ (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ)-এর মাধ্যমে যার অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য সরকার।
২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া প্রাথমিক মূল্যায়নের সমাপ্তি ঘটে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে। উক্ত সময়ে অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগ ৩৭৮০টি কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে। এর মধ্যে অ্যাকর্ড ১৫০৫টি, অ্যালায়েন্স ৮৯০টি (অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স যৌথভাবে ১৬৪টি) এবং জাতীয় উদ্যোগ ১৫৪৯টি কারখানা প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে।
২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক মূল্যায়ন সমাপ্ত হওয়ার পর কারখানাগুলোর সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের উপর বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বারোপ করে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখিত সুপারিশ এবং সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) অনুযায়ী কারখানার মালিকদের সংস্কারকাজ সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। জাতীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণের জন্য ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) নামক একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র গঠন করা হয়।

রুপকল্প

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) এর অধীনে একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিট হিসেবে বিকশিত হওয়া।

লক্ষ্য

টেকসই সংস্কারকাজের মাধ্যমে তৈরি পোশাক কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য

- জাতীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কারকাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ
- অ্যাকর্ড/ অ্যালায়েন্স-এর হস্তান্তরিত কারখানাসমূহের সংস্কার তদারকি করা
- নতুন কারখানাসমূহের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- কারখানাসমূহের সংস্কারকাজ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও আস্থা নিশ্চিত করা

আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানা

জাতীয় উদ্যোগের আওতায় আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানার সংখ্যা ১৫৪৯টি এবং কারখানারসমূহের জেলা পর্যায়ের বিভাজন নিম্নরূপ: ঢাকা জেলাতে ৬৪৮টি, নারায়ণগঞ্জ জেলাতে ২৯৯টি, গাজীপুর ৩৭২টি, চট্টগ্রাম ১৯৩টি এবং অন্যান্য

জেলাতে ৩৭টি কারখানা অবস্থিত। এছাড়া, অ্যাকর্ড থেকে আরসিসিতে হস্তান্তরিত কারখানা ১০০টি, অ্যাকর্ড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ১২৩টি, অ্যাকর্ড এর রেড বিল্ডিং ৫৮টি, অ্যালায়েন্স থেকে স্থগিত করা ১৮০টি, অ্যালায়েন্সের সংস্কার সম্পন্ন কারখানা ৪৬৩টি এবং অ্যালায়েন্সের অবশিষ্ট কারখানা ৮৩টি। মোট ১০০৭টি অতিরিক্ত কারখানা আরসিসির আওতায় এসেছে। বর্তমানে, সর্বমোট ২৫৫৬টি কারখানা আরসিসিতে ন্যস্ত আছে।

সংস্কার প্রক্রিয়া

আরসিসির আওয়াতাধীন কারখানাসমূহকে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণ

আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিনে কারখানা ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তাজনিত ক্যাপ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সংস্কারকাজ সম্পন্নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ডিজাইন/ড্রইং অনুমোদনের জন্য জমাদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন

অধিকাংশ কারখানার সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ড্রইং/ডিজাইন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়। বিশেষত ভবনের কাঠামোগত, নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য বিস্তারিতি কারিগরি মূল্যায়ন (DEA) সুপারিশ করা হয়। প্রয়োজনীয় ডিজাইন/ড্রইং আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদনের জন্য টাস্কফোর্সে উত্থাপন করা হয়। অত:পর, টাস্কফোর্সের অনুমোদিত ডিজাইন/ড্রইং যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সংস্কারকাজ ত্বরান্বিতকরণ

যদি কোন কারখানা বা ভবনে সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি পরিলক্ষিত না হয়, তখন সেই কারখানাসমূহের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য Escalation Protocol অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আরসিসি’র রিসোর্স

জনবল

সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন, নিয়মিত তদারকির জন্য সর্বমোট ২৩৯ জনবল আরসিসিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে। যার মধ্যে ১৩১ জন প্রকৌশলী, আইএলও আরএমজি প্রকল্প হতে ১৪ জন (৩ জন প্রকৌশলী, ৪ জন কর্মকতা এবং ৭ জন সার্পোটিং স্টাফ), সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৩ জন (৫৪ জন প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে কর্মরত, ৬জন প্রকৌশলী ডিজাইন টিমে কর্মরত), আইএলও’র সহায়তায় ব্যুরো ভেরিটাস হতে রয়েছে ৫৪ জন যার মধ্যে (৪৭জন প্রকৌশলী এবং ৭ জন কর্মকর্তা) এবং ডাইফ হতে ১০৭ জন (৪ জন জেলা পর্যায়ের উপমহাপরিদর্শক, ২১ জন প্রকৌশলী ও ৮০ জন কেস হ্যান্ডলার)। এছাড়াও সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে আরসিসির সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

প্রশিক্ষণ

আরসিসি প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ডাইফ, বুয়েট, আইএলও, অ্যাকর্ড, ব্যুরো ভেরিটাস বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করে আসছে।

রিভিউ প্যানেল

ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি পর্যালোচনা পরিষদ বা রিভিউ প্যানেল গঠন করা হয়েছে। পর্যালোচনা পরিষদে রয়েছে বুয়েটের দুইজন অধ্যাপক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং উক্ত কমিটিতে সভাপতিত্ব করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক।

টাস্কফোর্স

ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য তিনটি ট্রাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্স মূলত ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তাজনিত ড্রইং/ডিজাইন বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী পর্যালোচনা করে অনুমোদন করে থাকে। টাস্কফোর্সে রয়েছে ডাইফ, বুয়েট, রাজউক/সিডিএ, সিইআই, ফায়ার সার্ভিসের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ।

আরসিসি'র অগ্রগতি

কারখানা পরিদর্শন

২০১৫ সালের প্রাথমিক মূল্যায়নের পর জুলাই-২০১৮ পর্যন্ত ডাইফের শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন কারখানাসমূহ ১৪০০০ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরসিসি'র প্রকৌশলীদের দ্বারা অত্যন্ত কম সময় ও দক্ষতার সাথে জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় উদ্যোগের ৭৪৫টি কারখানা মোট ৪২৫৯ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও, আরসিসিতে নিয়োজিত প্রকৌশলী কর্তৃক অ্যাকর্ডের হস্তান্তরিত ৮১ টি কারখানাও পরিদর্শন করা হয়েছে।

ক্যাপ ফলোআপ অগ্রগতি

আরসিসি কার্যক্রম গ্রহণের পর জুন, ২০১৯ পর্যন্ত কারখানার ভবনের কাঠামোগত ৩০২৮টি ত্রুটির (Non Compliance) মধ্যে ১১৫০টি ত্রুটি সংস্কার সম্পাদন করা হয়েছে, বৈদ্যুতিক ১৯২৫৭টি ত্রুটির মধ্যে ৭৫১১টি এবং অগ্নি সংক্রান্ত ১৩৯৯৯টি ত্রুটির মধ্যে ৪৭৬০টির সংস্কার সম্পাদন করা হয়েছে।

ড্রয়িং ডিজাইন অগ্রগতি

সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বমোট ৮৮২টি কারখানার ড্রয়িং/ডিজাইন জমা পড়েছে ,যার মধ্যে ৬৮২টি কারখানার ড্রয়িং/ডিজাইন
আরসিসির প্রকৌশলী কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কাঠামোগত টাস্কফোর্স

কাঠামোগত সংস্কারকাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ২৮৫টি DEA/ড্রয়িং ও ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৩২টি কারখানার DEA/ড্রয়িংও ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২১০টি কারখানার DEA/ড্রইং ও ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিক টাস্কফোর্স:

সংস্কারকাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৩১৯টি ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৯৫টি কারখানার ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩০টি কারখানার ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

অগ্নি বিষয়ক টাস্কফোর্স:

সংস্কারকাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ২৭৮টি ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৩০টি কারখানার ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৮৫টি কারখানার ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

সার্বিক অগ্রগতি

জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সংস্কারকাজের ৫০% বা এর চেয়ে কম অগ্রগতি হয়েছে ৩৭৫টি কারখানার, ৫০%-৭০% অগ্রগতির

মধ্যে রয়েছে ৮০টি কারখানা এবং ৭৫টি কারখানার ৭০%-এর বেশি অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, কাঠামোগত সংস্কারকাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে ১৮টি কারখানার। আরসিসি প্রকৌশলীদের নিয়মিত পরিদর্শন এবং ডাইফের নিবিড় তদারকির ফলশ্রুতিতে সংস্কারকাজে অগ্রগতি দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ৫৭৮টি কারখানা কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে এবং ৮২টি কারখানা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৩৮%।

এছাড়াও, Escalation Protocol-এর আওতায় এপর্যন্ত ২১৫টি কারখানার Utilization of Declaration (UD) বন্ধের জন্য বিজিএমইএ/বিকেএমইএকে অনুরোধ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫১টি কারখানার ইউডি বন্ধ ঘোষণা করেছে বিজিএমইএ। এছাড়াও, ইউডি বন্ধের জন্য আরসিসি কর্তৃক ১৫৫টি কারখানার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে ।

রিভিউ প্যানেল সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে এপর্যন্ত ৮১টি ভবনে অবস্থিত ১৬৩টি কারখানায় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে ৮২টি কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ, ৪৭টি আংশিক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, ৬টি ভবন সম্পূর্ণরূপে ফাঁকা করা হয়েছে এবং অন্যদের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আরটিএম

সংস্কারকাজে স্বচ্ছতা ও আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে অনলাইন রিমেডিয়েশন ট্যাকিং মডিউল (RTM) ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কারখানার বর্তমান অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট দৃশ্যমান হয়েছে।

আরসিসি’র চ্যালেঞ্জসমূহ

- জাতীয় উদ্যোগের বেশিরভাগ কারখানাই ছোট পরিসরের
- বেশিরভাগ কারখানা ভাড়া বাড়ি বা ভবনে অবস্থিত এবং সাবকন্ট্রাকটে কাজ করছে
- একই ভবনে একাধিক প্রতিষ্ঠান/কারখানা
- আর্থিক অসচ্ছলতা, অসচেতনতা ও সংস্কারকাজের প্রতি অনাগ্রহ
- বেশিরভাগ কারখানার বিদেশি ক্রেতা না থাকায় সংস্কার কাজের প্রতি অনীহা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- আরসিসির ডিজাইন/ রিপোর্ট রিভিউ টিমকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে আরসিসিকে শক্তিশালীকরণ
- কারখানা/ভবন মালিক ও তালিকাভুক্ত কনসাল্টিং ফার্মের প্রতিনিধিবৃন্দের সংস্কারকাজে উৎসাহিতকরণের জন্য সেমিনার/ওয়ার্কসপের আয়োজন করা।
- সংস্কারকাজের সময়ানুপাতিক অগ্রগতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

শ্রম অধিদপ্তর

শ্রম অধিদপ্তর

শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এবং শ্রম সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধি অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদান এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজ। শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা ও বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা এ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ তার অধীন ৫২টি দপ্তরে ৯২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ অনুমোদিত রয়েছে । এ অধিদপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা মহাপরিচালক, যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব । শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৬টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ০৯টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর শ্রম সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

মিশন

শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ।

ভিশন

শ্রমিক মালিকের মধ্যকার সর্ম্পক উন্নয়ন এবং শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ।

শ্রম অধিদপ্তর থেকে প্রদেয় সেবাসমূহ

- ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- অংশগ্রহণ কমিটি গঠন ও তার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা;
- যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ;
- ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরি কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা;
- শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;
- অসৎ শ্রম আচরণের (শ্রমিক/মালিক কর্তৃক উত্থাপিত) অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান করা;
- শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ০৪(চার) সপ্তাহ ব্যাপী "শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স" ও ০৫(পাঁচ) দিন ব্যাপী "শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স" এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ০৫(পাঁচ) দিন ব্যাপী "শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স" ও ১ দিন ব্যাপী "আউট সোর্সিং প্রশিক্ষণ কোর্স"-সহ শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় শ্রম দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা ও শ্রম প্রশাসনসহ যুগোপযোগী আইন ও বিধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
- ১৯৯২ সনের অভ্যন্তরীণ নৌ-যান শ্রমিক (নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা এবং নৌ-যান শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণ করা;
- ১৯৪২ সনের শিল্প পরিসংখ্যান আইন ও ১৯৬১ সনের শিল্প শ্রমিক পরিসংখ্যান বিধিমালা প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা ।

- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরি, উৎপাদনশীলতা, কর্মস্থলে সহযোগিতা, শোভন কাজ, শিল্প সম্পর্ক, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, মিটিং, ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা।
- আই.এল.ও. কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত বিষয়াদি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা; এবং
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা ।

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখতে এবং শ্রমিকের কল্যাণে শ্রম অধিদপ্তরের অর্জনসমূহ

প্রশাসনিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নং ৪০.০০.০০০০.০২০.০১২.০৩.২০১৬ (অংশ-৩)-৭৩৭, তারিখ: ২৭/১১/২০১৭ খ্রি.স্মারকের পরিপত্রে শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়। পূর্বে বিদ্যমান ৭২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্থলে মোট জনবল ৯২১ জনে উন্নীতকরণ করা হয়। তাছাড়া, নারায়ণগঞ্জে নতুন ০১টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, দিনাজপুর ও বরিশালে ৪টি নতুন আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর খোলা হয়। এছাড়াও, শ্রম অধিদপ্তর প্রশাসনিক ও কাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে:
- আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ক্ষমতা প্রদান।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি ক্যাটাগরীর বিভিন্ন পদে ৬৫জনকে নিয়োগ প্রদান।
- অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়া ও নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী শ্রম অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি প্রণয়ন (চলমান)।
- জ্যেষ্ঠতা তালিকা ও কর্মবিন্যাস প্রণয়ন ইত্যাদি।

শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়

বিভাগীয় শ্রম দপ্তর (০৬ টি)	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (০৪ টি)	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর (০৯ টি)	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র (৩২ টি)
(১) বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা (২) বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, চট্টগ্রাম (৩) বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী (৪) বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা (৫) বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ	(১) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ঢাকা (২) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, চট্টগ্রাম (৩) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, রাজশাহী (৪)শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, খুলনা	(১) আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া (২) আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেট (৩) আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, কুমিল্লা (৪) আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর,কুষ্টিয়া (৫) আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুর	(১) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাও, ঢাকা (২) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর (৩) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ (৪) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বন্দর, নারায়নগঞ্জ (৫) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সাঁটিরপাড়া, নরসিংদী (৬) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ঘোড়াশাল, নরসিংদী (৭) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম

(৬) বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, শ্রীমঙ্গাল, মৌলভীবাজার

(৬) আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, দিনাজপুর
(৭) আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ফরিদপুর
(৮) আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ময়মনসিংহ
(৯) আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বরিশাল

(৮) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ষোলশহর, চট্টগ্রাম
(৯) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, খালিশপুর, খুলনা
(১০) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রীমঙ্গাল, মৌলভীবাজার
(১১) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চৌমহনী, নোয়াখালী
(১২) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাঁদপুর
(১৩) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
(১৪) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, লোয়াইউনি, মৌলভীবাজার
(১৫) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ফুসকুড়ি, মৌলভীবাজার
(১৬) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, পাত্রখোলা, মৌলভীবাজার
(১৭) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কাপনাপাহাড়, মৌলভীবাজার
(১৮) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চিকনাগুল, সিলেট
(১৯) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চন্ডিছড়া, হবিগঞ্জ
(২০) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সমশেরনগর, মৌলভীবাজার
(২১) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সরিষাবাড়ী, জামালপুর
(২২) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সপুরা, রাজশাহী
(২৩) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বগুড়া
(২৪) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ
(২৫) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা
(২৬) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী
(২৭) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ঘাগড়া, রাঙ্গামাটি
(২৮) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, লালমনিরহাট
(২৯) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, রূপসা, খুলনা
(৩০) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মংলা, বাগেরহাট
(৩১) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
(৩২) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আমানতগঞ্জ, বরিশাল

শ্রম অধিদপ্তর

শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয় – ০১
বিভাগীয় শ্রম দপ্তর - ০৬
শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন - ০৪
আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর - ০৯
শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র - ৩২

মোট দপ্তর – ৫২ টি

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম

প্রচলিত শ্রম আইনের আওতায় দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকান্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শ্রমিক মালিক উভয়ের স্বার্থ সমুন্নত রেখে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে এ দপ্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রম অধিদপ্তরের আওতায় জানুয়ারি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ট্রেড ইউনিয়ন/ফেডারেশন রেজিস্ট্রেশন

সংক্রান্ত তথ্যাবলী নিম্নরূপ:

ক্রমিক	কার্যক্রম	ফলাফল	তথ্যসূত্র
০১.	ট্রেড ইউনিয়ন আবেদন মোট	: ৬৬৭ টি	সূত্র:ট্রেডইউনিয়ন শাখা, শ্রম অধিদপ্তর।
০২.	রেজিস্ট্রেশন প্রদান	: ৩০২টি	
০৩.	প্রত্যাখান	: ৯৮টি	
০৪.	নথিজাতকরণ	: ২২৬টি	
০৫.	প্রক্রিয়াধীন	: ৪১টি	

সি. বি. এ. নির্ধারণী কার্যক্রম

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ২০২ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে শ্রম অধিদপ্তর গোপন ব্যালটে নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে সি. বি. এ. (কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট) নির্ধারণ করে থাকে। এ বিষয়ক ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তথ্যাবলী নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	কার্যক্রম	ফলাফল	তথ্যসূত্র
০১	সিবিএ আবেদন মোট	৬টি	সূত্র: ট্রেডইউনিয়ন শাখা, শ্রম অধিদপ্তর।
০২	নির্বাচন সম্পন্ন	৬টি	

সালিশী কার্যক্রম

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর চর্তুদশ অধ্যায়ের ২১০ ধারা এর আওতায় শান্তিপূর্ণ পন্থায় সালিশ হিসাবে শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি করা এ দপ্তরের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এ বিষয়ক ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তথ্যাবলী নিম্নরূপ:

ক্রমিক	কার্যক্রম	ফলাফল	তথ্যসূত্র
০১	আবেদন মোট	৫২টি।	সূত্রঃ সালিশী শাখা, শ্রম অধিদপ্তর
০২	নিস্পত্তি	৩৬টি	
০৩	নথিস্থ (ক্লোজ)	১১টি	
০৪	প্রক্রিয়াধীন	৫টি	

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দেশের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর সফল পরিচালনার মাধ্যমে শ্রম অধিদপ্তর শ্রমিকদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত , কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের পুরাতন ৪টি বিভাগে (ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) স্থাপিত ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এবং মালিক প্রতিনিধিদের শ্রম আইন, শ্রম প্রশাসন, শ্রম মান, শ্রম অর্থনীতি, শ্রম কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ

প্রদান করা হয়ে থাকে।

শ্রম অধিদপ্তর SDIR (Social Dialague and Industrial Relations এর আওতায় গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিকদের Workplace co-oparation এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, যা শিল্পে শ্রমিক মালিকের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রেখে দেশের উৎপাদনমূখী অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়াও জনগণকে কার্যকর সেবা প্রদান ও সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে শ্রম অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, ই-নথি বাস্তবায়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ইনোভেশন, সেবা সহজিকরণ, প্রমিত বাংলা ব্যবহারবিধি, বাজেট বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

ক্রমিক	ধরন	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
০১	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে শিল্প সম্পর্ক কোর্স ও শ্রমিক শিক্ষা কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে	১১৫৭৫জন	দপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯
০২	দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান	১৯জন	
০৩	দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান	৬৯ জন	
০৪	দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান	৪৮৪ জন (২২৪ ঘন্টা)	

শ্রম কল্যাণ কার্যক্রম

দেশের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর সফল পরিচালনার মাধ্যমে শ্রমিকদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে মোট ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এ সব কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার কর্মস্থলে সহযোগিতা ও কর্তব্য

সম্পর্কে সচেতনাতামূলক শ্রমিক শিক্ষা, প্রশিক্ষন, বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ সরবরাহ, প্রজনন স্বাস্থ্য, শিক্ষা সেবা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও বিনোদন মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল

ক্রমিক	সেবা	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
০১	শ্রমিক ও তাহার পরিবারকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	৭৯,০৮২জন	দপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯
০২	শ্রমিক ও তাহার পরিবারকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানঃ	৩৩,৯৪১জন	
০৩	শ্রমিক ও তাহার পরিবারকে বিনোদনমূলক সেবা প্রদানঃ	১,১৬,৫৫৯ জন	

তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে শ্রম অধিদপ্তরের ভুমিকা

তৈরী পোশাক শিল্প খাত দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত । শিল্পে শান্তি স্থাপনের সরকার বদ্ধ পরিকর। গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রকৃত সমস্যা সমাধান ও শ্রমজীবীদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার আন্তরিক । এ লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় টাস্ক ফোর্স অন লেবার ওয়েল ফেয়ার ইন আর এম জি এবং ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কোর কমিটি কাজ করে যাচ্ছে । শ্রম অধিদপ্তর উভয় কমিটিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে । তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রম অসন্তোষ নিরসন সহ শ্রম কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভুমিকা পালন করছে। শ্রম অধিদপ্তর SDIR (Social Dialague and Industrial Relations এর আওতায় গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিকদের Workplace co-oparation এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও e- governance চালুকরণ

ই-নথি কার্যক্রম

ICT কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ০৫টি বিভাগীয় ও ০৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনকে ই-নথি কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে শ্রম অধিদপ্তরের অবশিষ্ট ০৯টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রকে এই কার্যক্রমের অর্ন্তভূক্ত করার কাজ চলমান আছে।

শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি সহজতর করার নিমিত্ত শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা নামে অ্যাপস চালু করা হয়েছে।

অনলাইন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ও Publicly Accessible Database

শ্রম ক্ষেত্রে শিল্প সম্পর্কিত তথ্য সেবা সহজীকরণ করতে শ্রম অধিদপ্তর ইতোমধ্যে “PubliclyAccessible Database”এর কার্যক্রম dol.gov.bd পোর্টালের মাধ্যমে প্রকাশ করছে। ডাটাবেজে তথ্যাদি হালনাগাদকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। শ্রম অধিদপ্তর এর অন্যতম প্রধান সেবা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে প্রদান করছে।

ডিজিটাল রোডম্যাপ বাস্তবায়ন

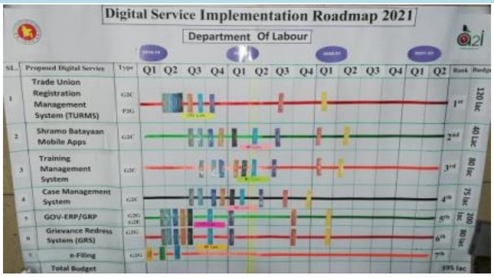

শ্রম অধিদপ্তর সিটিজেন চার্টার অনুসরণে নাগরিকদের যে সকল সেবাদি প্রদান করে থাকে এর সবগুলোই ডিজিটালাইজড/ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রদানের নিমিত্ত টাইমবাউন্ড ডিজিটাল রোডম্যাপ সম্পন্ন করেছে। ইনোভেশন কার্যক্রম, ডিজিটাল রোডম্যাপ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা-২০২১ ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রমের আওতায় শ্রম অধিদপ্তর প্রদত্ত সেবাসমূহের ডিজিটাল প্লাটফর্মে আনার কাজ চলমান আছে।

এছাড়াও, শ্রম অধিদপ্তরের সেবাসমূহ প্রচারে দপ্তরটি Facebook, Youtube ইত্যাদি প্ল্যাটফর্ম কার্যকরভাবে ব্যবহার করছে।

শ্রম অধিদপ্তরের আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

শ্রম অধিদপ্তর শ্রম আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নকারী অন্যতম সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-সহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে । বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর অনুস্বাক্ষরকারী অন্যতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শ্রম মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণে বদ্ধপরিকর । এ লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর হিসেবে শ্রম অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে ।

শ্রম অধিদপ্তর প্রতিবছর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (ILC) তে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য উপাত্তসহ বাংলাদেশের শ্রমিক, শ্রম মান, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করে । একই সাথে সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত দিক-নির্দেশনা (observations) বাস্তবায়ন করে ।

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ন্যূনতম হার কমানো এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার পদক্ষেপ নেওয়ায় গত ২৮/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (ILC)-এ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) শুনানীর তালিকা থেকে বাংলাদেশের নাম বাদ গিয়েছে । ফলে চার বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে (আইএলসি) বাংলাদেশের শ্রম অধিকার নিয়ে কোনো শুনানি হয়নি । ইহা শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ বাংলাদেশেরই এক বিশাল অর্জন ।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালত শ্রমিক ও মালিক পক্ষের শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত অমীমাংসিত বিষয়ে রায় প্রদানসহ বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। ৭টি শ্রম আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতের মাননীয় চেয়ারম্যানগণ (জেলা ও দায়রা জজ) কর্তৃক বিচার করা হয়। শ্রম আদলতের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারে। সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করলে উক্ত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান (বিচারপতি) ও সদস্য মহোদয় এ বিষয়ে রায় প্রদান করেন।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালতের অবস্থান

ক্রমিক নং	আদালতের নাম	অবস্থান
১.	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	৪৩কাকরাইল, ৪ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, ঢাকা।
২.	১ম শ্রম আদালত, ঢাকা।	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৩.	২য় শ্রম আদালত, ঢাকা।	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৪.	৩য় শ্রম আদালত, ঢাকা।	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৫.	১ম শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম।	বাড়ী নং-৮৩/১৬-এ/১ ,পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।
৬.	২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম।	বাড়ী নং- ৮৩/১৬-এ/১, পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।
৭.	শ্রম আদালত, রাজশাহী।	শ্রম ভবন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
৮.	শ্রম আদালত, খুলনা।	১৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।

এ বছরে আরও ৩টি নতুন শ্রম আদালত স্থাপন করা হয়। আদালত ৩টি নিম্নরুপ:

১. শ্রম আদালত, সিলেট

২. শ্রম আদালত, বরিশাল

৩. শ্রম আদালত, রংপুর

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালতের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা:

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৯৮২১টি তন্মধ্যে ৮৫৩০টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

নিম্নতম মজুরী বোর্ড

নিম্নতম মজুরী বোর্ড

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর যে কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি হার পুনঃনির্ধারণ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ একজন নিরপেক্ষ স্থায়ী সদস্য,মালিক পক্ষের একজন স্থায়ী সদস্য শ্রমিক পক্ষের একজন স্থায়ী সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের দুইজন সদস্য অর্থাৎ মোট ছয় জন সদস্য নিয়ে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠিত হয়। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের বিষয়টি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৫৩০০/- (পাঁচ হাজার তিনশত) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। এ নতুন মজুরি কাঠামো দেশের পোশাক শিল্প কারখানায় কার্যকর করা হয়েছে।এছাড়াও যাতায়াত,চিকিৎসা, খাদ্য ও ডে কেয়ার ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

রূপকল্প (Vission)

বাংলাদেশে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে লভ্যাংশ প্রদান নিশ্চিত করে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর সেবার আওতায় আনা।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদানের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক সকলের প্রয়াসকে একইসূত্রে গেঁথেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। শিল্পায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর আলোকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের সুমহান লক্ষ্যে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়।

আইনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক (তৈরী পোষাক শিল্পের কারখানা ব্যাতীত অন্যান্য অফিস, কলকারখানা, ইত্যাদি) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক (নির্মাণ শ্রমিক, কৃষিকাজ, গৃহ শ্রমিক, রিক্সা/ভ্যান চালক ইত্যাদি) খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন, অসুস্থ/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান, শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান করা ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য।

ফাউন্ডেশনের রূপকল্প

বাংলাদেশে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড

ফাউন্ডেশনের ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব। এছাড়া, শ্রম অধিদপ্তরের শ্রম পরিচালক এবং অর্থ বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বা তদূর্দ্ধ পদমর্যাদার পর্যায়ের ১ জন করে কর্মকর্তাসহ কমপক্ষে একজন করে মহিলা প্রতিনিধিসহ মালিক ও শ্রমিক পক্ষের ৫ জন করে প্রতিনিধি উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য।

ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন;
- অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;
- অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান;
- দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান;
- শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান;
- শ্রমিকদের জীবনবীমা করণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং এই লক্ষ্যে তহবিল হতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা;
- তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং
- শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.blwf.gov.bd) চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশে সাধারণ শ্রমিক জনগোষ্ঠী ফাউন্ডেশনের যাবতীয় তথ্যাবলী খুব সহজেই জানতে পারবে এবং আর্থিক অনুদান ফরম ডাউনলোড করতে পারবে;

- প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা/পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অডিট ফার্মকে সম্প্রতি নির্বাচন করা হয়েছে;

- শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন দেশের বিভিন্ন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের শূন্য পদে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মোট ১২ (বার) জন চিকিৎসক/মেডিকেল অফিসার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে; এবং

- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি লোগো ও স্লোগান নির্বাচন করা হয়েছে যা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং বিশেষত্বকে তুলে ধরছে।

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলের অনুদান শিউরক্যাশ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের নিকট পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের তহবিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের একটি 'শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' রয়েছে। উক্ত তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, কর্মচারী ও তাদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত তহবিলের প্রধান উৎস হচ্ছে- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর মুনাফার একটি অংশ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০১৩ সনে সংশোধিত) এর ২৩৪(খ) ধারার বিধান মোতাবেক কোনো কোম্পানির মালিক প্রত্যেক বৎসর শেষ হবার অন্যূন নয় মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী বৎসরের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ (৫%) অর্থ ৮০:১০:১০ অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করবে।

ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ

শিক্ষা খাত

- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি মেডিকেল কলেজে এবং উচ্চশিক্ষার জন্য পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি
- কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে ২,০০,০০০ টাকা
- মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য ২৫,০০০ টাকা
- জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫০,০০০ টাকা
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ ২৫,০০০ টাকা
- শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য সহায়তা ১,০০,০০০ টাকা

ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের পদ্ধতি

ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে শিক্ষাবৃত্তি/যৌথ বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ/চিকিৎসা সাহায্য/দাফন বা অন্তেষ্টিক্রিয়া/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিককে সাহায্য প্রদান/দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবারকে সাহায্য প্রদান এবং মাতৃত্ব কল্যাণ এসব খাতে বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা/অনুদান পাওয়ার জন্য একটি নির্ধারিত আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সুপারিশসহ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/মেম্বার এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে। এছাড়া শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা শিক্ষা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল ও ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকানা) উল্লেখ থাকতে হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ নিম্নে প্রদান করা হল:

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আর্থিক সহায়তা প্রদান:

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থবছরের হিসাব			
ক্রমিক নং	ক্যাটাগরি	শ্রমিক সংখ্যা	আর্থিক সহায়তার পরিমাণ
১	মৃত	১২৬ জন	৭১,১০,০০০/-
২	চিকিৎসা	৩৪২২ জন	১৩,৪৬,৩০,০০০/-
৩	শিক্ষা	২৮২ জন	৯৮,২০,০০০/-
	মোট =	৩৮৩৩ জন	১৫,১৫,৬০,০০০/-

- শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আরও দ্রুততার সাথে সহজলভ্য উপায়ে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য শিওরক্যাশ ই-মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সাথে রূপালী ব্যাংকের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে ই-মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর রঙ্গিন লিফলেট ছাপানো ও বিতরণ এবং টেলিভিশন কমার্শিয়াল প্রচারণার মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম জনগণকে অবগত করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় তহবিল

রুপকল্প (Vission)

শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট রপ্তানিমূল্যের ০.০৩% প্রদান নিশ্চিত করে সকল অঞ্চল ও স্তরের রপ্তানিমুখী প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে কেন্দ্রীয় তহবিল-এর সেবার আওতায় আনা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ

- শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- শ্রমিকের স্বাস্থ চিকিৎসা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা;
- শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের লেখাপড়ায় আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেধা বিকাশে ভূমিকা রাখা।
- কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে অথবা স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

কেন্দ্রীয় তহবিলের পরিচিতি

শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২৩২(৩) ধারার বিধান অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'কেন্দ্রীয় তহবিল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত তহবিল পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা বোর্ড ও গঠন করা হয়েছে।

পরিচালনা বোর্ডের গঠন

বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫-এর বিধি ২১৮ অনুযায়ী নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত :

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/সংগঠন	পদবী
১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী	চেয়ারম্যান
২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩	সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সংশ্লিষ্ট রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক এসোসিয়েশনের সভাপতি	ভাইস-চেয়ারম্যান
৪	রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের মালিক সংগঠন কর্তৃক মনোনীত উহার তিনজন সদস্য	সদস্য
৫	সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ফেডারেশনের তিনজন সদস্য	সদস্য
৬	কেন্দ্রীয় তহবিল-এর মহাপরিচালক	সদস্য-সচিব

তহবিলের অর্থের উৎস

শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী 'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এর অর্থের উৎস সমূহ নিম্নরূপ –

- শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্যাদেশের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট অর্থের ০.০৩%;
- ক্রেতা বা কার্যাদেশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাধীন অনুদান;
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্বেচ্ছাধীন অনুদান;
- দেশি-বিদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন অনুদান; এবং
- তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা।

‘কেন্দ্রীয় তহবিল’-এর অর্থের ব্যবহার

‘কেন্দ্রীয় তহবিল’-এর অধীন (১) ‘সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব’ এবং (২)‘আপদকালীন হিসাব’ নামে ২টি হিসাব রয়েছে। ‘কেন্দ্রীয় তহবিল’-এ প্রাপ্ত মোট অর্থের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ ‘সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব’ এবং অবশিষ্ট শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ ‘আপদকালীন হিসাব’-এ জমা হবে।

‘সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব’ হতে আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ-

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যু ঘটলে অথবা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতা ঘটলে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী বা তাহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ও পোষ্যকে ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান;

- কোন সুবিধাভোগী চাকরিরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে বা কর্মক্ষেত্রের বাইরে কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ অথবা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গেলে তিনি বা তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান;

- কোন সুবিধাভোগী কর্মকালীন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে তার কোন অঙ্গাহানি ঘটলে যা স্থায়ী অক্ষমতার কারণ না হলে তাকে অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান; এবং

- এছাড়া, অসুস্থ সুবিধাভোগীদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তিপ্রদান, সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুবিধা হিসেবে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

‘আপদকালীন হিসাব’ হতে অনুদান প্রদান-

- কোন কারখানা বা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হলে বোর্ড কর্তৃক সুবিধাভোগীদের পাওনা অর্থের সমুদয় বা আংশিক পরিশোধ;
- সুবিধাভোগীদের গ্রুপ বীমার বাৎসরিক প্রিমিয়ামের অর্থ প্রদান; এবং
- সুবিধাভোগীদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা স্কীম চালুকরণ।

আর্থিক সহায়তা প্রদান

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট প্রাপ্ত অর্থ ৬৫,১৭,৫০,৭৬৪/- পঁয়ষট্টি কোটি সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতশত চৌষট্টি টাকা। খরচের বিবরণী নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	ধরন	সংখ্যা	আর্থিক সহায়তার পরিমাণ (টাকা)
১	মৃত্যু জনিত কারণে আর্থিক সহায়তা	৯৯২ জন	১৯,৮৪,০০,০০০/-
২	চিকিৎসা সহায়তা	১৯৭ জন	৭১,২০,০০০/-
৩	শিক্ষা বৃত্তি	১৭২ জন	৩৪,৪০,০০০/-
৪	বন্ধ গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ বাবদ	২ টি	৬২,০০,০০০/-
৫	মোট	১৩৬১ জন ও ২টি কারখানা	২১,৫১,৬০,০০০/-

ফটোগ্যালারী

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এবং সচিব জনাব কে এম আলী আজম

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এবং সচিব জনাব কে এম আলী আজম এর সাথে British American Tobacco Bangladesh- এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাৎ এবং শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এবং সচিব জনাব কে এম আলী আজম এর সাথে Edotco Bangladesh Company Limited- এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাৎ এবং শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর

Crisis Management Core Committee Meeting- এর সভাপতিত্ব করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

Crisis Management Core Committee Meeting- এর সভাপতিত্ব করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

Crisis Management Core Committee Meeting- এর ভিডিও কনফারেন্সে রয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান

Improving Working Condition in the RMG Sector (RMGP-II)- এর PSC সভায় উপস্থিত সচিব জনাব কে এম আলী আজম, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আগত অতিথিগণ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-২০১৯ উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-২০১৯ উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

সফটওয়্যার সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-২০১৯-এ বক্তব্য রাখছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাকিউন নাহার বেগম এনডিসি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব কে এম আলী আজম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব কে এম আলী আজম

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস-২০১৯ এর আলচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব কে এম আলী আজম

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস-২০১৯ এর আলচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব কে এম আলী আজম

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে BSRM এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাৎ এবং শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে UNILEVER Bangladesh এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাৎ এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর

শ্রমিক সন্তানদের আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

খুলনা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের এম্বুল্যান্স সার্ভিস উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

শ্রমিক সন্তানদের আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম বক্তব্য প্রদান করেন।

শ্রমিক সন্তানদের আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

শ্রমিক সন্তানদের আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

শ্রমিক সন্তানদের আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

শ্রমিক সন্তানদের আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার ২০১৮-২০১৯ প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার ২০১৮-২০১৯ প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার ২০১৮-২০১৯ প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শ্রমিক ও কর্মচারীদের কর্মের ধরণ চিহ্নিতকরণের জন্য বেইজলাইন সার্ভে খসড়া প্রতিবেদনের ওপর কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শ্রমিক ও কর্মচারীদের কর্মের ধরণ চিহ্নিতকরণের জন্য বেইজলাইন সার্ভে খসড়া প্রতিবেদনের ওপর কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম

‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯’ উপলক্ষ্যে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি)-এ আয়োজিত অনুষ্ঠান

‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি)-এ আয়োজিত অনুষ্ঠান

‘মহান মে দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী

‘মহান মে দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী

Honorable State Minister, Ministry of Labour & Employment BANGLADESH is delivering her speech in International Labour Conference (ILC) 108th Session 17 June 2019

Honorable State Minister, Ministry of Labour & Employment BANGLADESH is delivering her speech in International Labour Conference (ILC) 108th Session 17 June 2019

Honorable State Minister, Ministry of Labour & Employment BANGLADESH is delivering her speech in International Labour Conference (ILC) 108th Session 17 June 2019(3)

Honorable State Minister, Ministry of Labour & Employment BANGLADESH is delivering her speech in International Labour Conference (ILC) 108th Session 17 June 2019

গাজীপুরের টঙ্গীতে আই.আর.আই. মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের পক্ষ থেকে অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করা হয়

গাজীপুরের টঙ্গীতে আই.আর.আই. মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের পক্ষ থেকে অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করা হয়

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৯ এর র‍্যালি

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৯ এর র‍্যালি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ২০১৯-২০-এ উপস্থিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম এবং আওতাধীন অধিদপ্তরদপ্তরসংস্থার প্রধানগণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ২০১৯-২০-এ উপস্থিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম এবং আওতাধীন অধিদপ্তরদপ্তরসংস্থার প্রধানগণ

মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বিজিএমইএ এর অডিটোরিয়ামে কেন্দ্রীয় তহবিল হতে অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিতসা সহায়তা এবং শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ১৭-২০ জুন, ২০১৯ আয়োজিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণগ্রহণের কিছু মুহূর্ত

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান. এমপি, ঢাকায় বিজিএমইএ সম্মেলন কক্ষে গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ করেন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান.এমপি,খুলনা বয়রাস্থ বিভাগীয় শ্রম অধিদপ্তর সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করেন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব কে এম আলী আজম ২৯ জুন'১৯ হোটেল আমারিতে লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বিজিএমইএ এর সাথে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন